بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পর্ব- ১ ঃ আল্লাহ তা'আলার পরিচয়

অধ্যায়- ১ : আল্লাহর গুণাবলি

আল্লাহ শব্দটি অন্যান্য ধর্ম বা জাতির মধ্যে প্রচলিত ভগবান, ঈশ্বর, গড ইত্যাদি শব্দের প্রতিশব্দ নয়। এটি একটি মৌলিক বিশেষ্য। আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। বিশ্বজগতের সৃষ্টি ও পরিচালনা কার্যে তাঁর সাথে অন্য কেউ অংশীদার নেই। আল্লাহর অসংখ্য 'ইসমে সিফাত' বা গুণবাচক নাম রয়েছে। এসব গুণবাচক নামের মধ্যেই আল্লাহর পরিচয় বর্ণিত রয়েছে।

সূরা ফাতিহায় বর্ণিত আল্লাহর গুণাবলি :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ - اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু। সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। যিনি পরম করুণাময় ও অতিশয় দয়ালু। যিনি প্রতিফল দিবসের মালিক। আমরা কেবল আপনারই ইবাদাত করি এবং আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। আপনি আমাদেরকে সরল-সঠিক পথপ্রদর্শন করুন। তাদের পথ, যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন; তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি আপনার গযব অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদের পথও নয়, যারা পথভ্রষ্ট।

ব্যাখ্যা : সূরা ফাতিহা হলো কুরআনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূরা। আবু সা'ঈদ ইবনে মু'আল্লা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যখন আমি সালাত আদায় করছিলাম, সে সময় নবী ﷺ আমাকে ডাকলেন, কিন্তু আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম না। পরে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সালাত আদায় করছিলাম। (তদুত্তরে) রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা কি বলেননি? 'হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর ডাকে সাড়া দাও এবং তাঁর রাসূল যখন ডাকে তখনও তাঁর ডাকে সাড়া দাও।' তারপর তিনি নবী ﷺ বললেন, আমি কি তোমাকে কুরআনের সর্বোত্তম সূরা শিক্ষা দেব না? (অতঃপর) তিনি বললেন, তা হচ্ছে, 'আলহামদু লিল্লা-হি রাব্বিল 'আ-লামীন" 'সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই, যিনি নিখিল জাহানের প্রতিপালক।" যা বার বার পঠিত সাতটি আয়াত সমন্বয়ে গঠিত এবং মহান কিতাব আল কুরআন, যা আমাকে প্রদান করা হয়েছে। (বুখারী, হা/৫০০৬)

এ সূরার প্রথম চারটি আয়াতে আল্লাহর গুণাবলি বর্ণনা করা হয়েছে। তার পরের আয়াতে আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা দেয়া হয়েছে এবং শেষ দু'টি আয়াতে মুমিন বান্দার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় অর্থাৎ সিরাতে মুস্তাকীম বা সঠিক পথের সন্ধান পাওয়ার দু'আ শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আল্লাহর প্রথম পরিচয় হচ্ছে, তিনি সারা বিশ্বের পালনকর্তা। 'রব' বলতে ঐ সত্তাকে বুঝায়, যিনি কোন জিনিসকে তার মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রেখে পর্যায়ক্রমে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দেন। গোটা বিশ্বে যা কিছু আছে সবকিছুর রব হলেন তিনি। তিনিই সবকিছুর মালিক, সবকিছুর প্রতিপালন এবং পরিচালনা তিনিই করেন। তাঁর মালিকানা ও পরিচালনায় অন্য কারো হাত নেই। এজন্য সকল প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য একমাত্র তিনিই। আল্লাহ হলেন 'রহমান' ও 'রহীম' তথা বড়ই মেহেরবান ও অশেষ দয়াময়। আমরা আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামতের মধ্যে ডুবে আছি। মহান আল্লাহ বলেন, "তোমরা আমার নিয়ামত গুণতে শুরু করলে তা গুণে শেষ করতে পারবে না।" (সূরা নাহ্‌ল-১৮) যে সকল নিয়ামত একান্ত প্রয়োজনীয়, তা তিনি এত ব্যাপক করে দিয়েছেন যে, এর কোন অভাব হয় না। যেমন– সূর্যের আলো, পানি, বাতাস ও আগুন ইত্যাদি। তিনি কারো কাছ থেকে এগুলোর কোন বিনিময় গ্রহণ করেন না; কেবল নিজ দয়া ও অনুগ্রহে এসব দান করেছেন। এ দুনিয়াতে তাঁর রহমত এত ব্যাপক যে- তিনি কাফির, মুশরিক ও জীবজন্তু সবাইকে রিযিক দেন, তাদের প্রয়োজনীয় সবকিছু সরবরাহ করেন। আল্লাহ তা'আলা হলেন বিচার দিনের মালিক। এ দুনিয়াতে মানুষ যা কিছু করে তার সঠিক বিচার ও পরিপূর্ণ প্রতিদান পাওয়ার জন্য আমাদের সামনে একটি দিবসের আগমন ঘটবে, যার নাম হলো কিয়ামত দিবস। আর সেদিনের বিচারক হবেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। তিনি কারো প্রতি যুলুম করবেন না। দুনিয়াতে যারা ঈমান আনবে এবং সৎকর্ম করবে, তাদেরকে তিনি নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যারা পাপকাজ করে অপরাধী হবে, তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে ফেলে শাস্তি দেবেন। সে দিনের সকল ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁরই হাতে থাকবে।

আয়াতুল কুরসীতে বর্ণিত আল্লাহর ১০টি গুণাবলি :

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَ رْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْاَ رْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

আল্লাহ এমন সত্তা, যিনি ব্যতীত কোন (প্রকৃত) উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক বাহক। তন্দ্রা এবং নিদ্রা কোনকিছুই তাঁকে স্পর্শ করে না। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবকিছু তাঁরই মালিকানাধীন। তাঁর হুকুম ব্যতীত এমন কে আছে, যে তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? তাদের সম্মুখে ও পেছনে যা কিছু আছে সবকিছুই তিনি জানেন। তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন ততটুকু ছাড়া তাঁর জ্ঞানসমুদ্র হতে তারা কিছুই আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর সিংহাসন আসমান ও জমিনকে বেষ্টন করে আছে। আর সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে মোটেই ক্লান্ত করে না। তিনি সর্বোচ্চ ও সুমহান। (সূরা বাক্বারা-২৫৫)

ব্যাখ্যা : সাধারণত কুরসী শব্দটি কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ও রাষ্ট্রশক্তি অর্থে রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আয়াতুল কুরসীর সারমর্ম হচ্ছে, সকল সার্বভৌম ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও শাসন কর্তৃত্ব নিরঙ্কুশভাবে একমাত্র সে সত্তার অধীনে, যাঁর জীবন কারো দান নয় বরং তিনি নিজস্ব জীবনী শক্তিতে স্বয়ং জীবিত। যাঁর শক্তির উপর নির্ভর করে এ বিশ্বের সমগ্র ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠেছে। নিজের এ বিশাল রাজ্যের যাবতীয় শাসন ও ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক তিনি একাই। তাঁর গুণাবলিতে দ্বিতীয় কোন সত্তার অংশীদারিত্ব নেই। কাজেই তাঁকে বাদ দিয়ে বা তাঁর সাথে শরীক করে পৃথিবীতে বা আকাশে কোথাও অন্য কাউকে মা'বুদ, ইলাহ্ ও প্রভু বানানো হলে তা একটি নিরেট মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই হয় না। আল্লাহর আদালতে কোন শ্রেষ্ঠতম নবী এবং কোন নিকটতম ফেরেশতাও পৃথিবী ও আকাশের মালিকের দরবারে বিনা অনুমতিতে একটি শব্দও উচ্চারণ করার সাহস রাখেন না। মানুষ, জিন, ফেরেশতা বা অন্য যেকোন সৃষ্টিই হোক না কেন সবার জ্ঞান অসম্পূর্ণ ও সীমিত। বিশ্বের সমগ্র সত্য ও রহস্য কারো আয়ত্তে নেই। বিশ্বজাহানের প্রভু ও পরিচালক মহান আল্লাহই ভালো-মন্দের পুরোপুরি জ্ঞান রাখেন। কাজেই এ ক্ষেত্রে জ্ঞানের মূল উৎস মহান আল্লাহর হেদায়াত ও পথনির্দেশনার উপর আস্থা স্থাপন করা ছাড়া মানুষের জন্য দ্বিতীয় আর কোন পথ নেই।

সূরা ইখলাসে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার ৪টি গুণাবলি :

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ -اَللّٰهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ - وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

১. বলো, তিনি আল্লাহ একক।
২. তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ।
৩. তাঁর থেকে কেউ জন্ম নেয়নি এবং তিনিও কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেননি।
৪. আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। (সূরা ইখলাস)

ব্যাখ্যা : কুরআনের মৌলিক তিনটি আলোচ্য বিষয় অর্থাৎ তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের মধ্যে আল্লাহর একত্ববাদের বিষয়টি এ সূরায় স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সূরা ইখলাস এর শানে নুযূল সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন। একদা কুরাইশরা অন্য বর্ণনায় মুশরিকরা রাসূল ﷺ কে বলল, আপনার রবের বংশ-পরিচয় আমাদেরকে জানান। এ কথার উত্তরে সূরাটি নাযিল হয় (ইবনে কাসীর)। নবী ﷺ কোন এক ব্যক্তিকে একটি সেনাদলের অধিনায়ক করে কোন এক যুদ্ধে পাঠান। তিনি সালাতে যখন সঙ্গীদের ইমামতি করতেন, তখন 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' (সূরা ইখলাস) দিয়ে সালাত শেষ করতেন। (অভিযান শেষে) ফিরে আসলে লোকজন এ বিষয়টি নবী ﷺ এর কাছে বললে তিনি তাদেরকে বললেন, সে কেন এমন করল, তাকেই জিজ্ঞেস করো। অতঃপর তারা তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এ সূরাতে মহান আল্লাহর গুণাবলি (একত্ববাদের কথা) বর্ণিত হয়েছে। তাই আমি তা পাঠ করতে বেশি ভালোবাসি। একথা শুনে নবী ﷺ বললেন, তাকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহও তাকে ভালোবাসেন। (বুখারী, হা/৭৩৭৫)

সূরা ইখলাসের সারমর্ম হচ্ছে, আল্লাহ অতুলনীয়, তাঁর ওপর ঈমান আনতে হলে তাঁর গুণাবলি দেখেই ঈমান আনতে হবে। তাঁর গুণাবলিই তাঁর পরিচয় বহন করে। আল্লাহ হলেন একক সত্তা, তাঁর জাত ও সিফাতের মধ্যে কোন অংশীদারিত্ব নেই। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, বরং সকল সৃষ্টিই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেননি। তাঁর সমকক্ষ ও সমতুল্য কিছুই নেই। এ সূরায় বর্ণিত আল্লাহর গুণাবলিসমূহ আল্লাহ এবং অন্যান্য উপাস্যের মধ্যে পার্থক্য কী তা স্পষ্ট করে দেয়। সূরা ইখলাসের বর্ণিত গুণাবলিসমূহ এক আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন সত্তার ওপর প্রযোজ্য হয় না, সুতরাং আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ উপাস্য হওয়ার যোগ্য নয়। যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের মনগড়া উপাস্য বানিয়ে তাদের উপাসনা করছে তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে ডুবে আছে। মানুষের স্রষ্টা ও পালনকর্তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। তাই আন্তরিকতা ও ইখলাসের সাথে তাঁর ইবাদাতে করাই মানুষের কর্তব্য।

ইবরাহীম (আঃ) এর ভাষায় আল্লাহর গুণাবলি :

فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّیْٓ اِلَّا رَبَّ الْعَالَمِیْنَ - اَلَّذِیْ خَلَقَنِیْ فَهُوَ یَهْدِیْنِ وَالَّذِیْ هُوَ یُطْعِمُنِیْ وَیَسْقِیْنِ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفِیْنِ وَالَّذِیْ یُمِیْتُنِیْ ثُمَّ یُحْیِیْنِ
وَالَّذِیْٓ اَطْمَعُ اَنْ یَّغْفِرَ لِیْ خَطِیْٓئَتِیْ یَوْمَ الدِّیْنِ

নিশ্চয় (মূর্তিগুলো) সবই আমার শত্রু, জগতসমূহের প্রতিপালক ব্যতীত। যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনিই আমাকে পথপ্রদর্শন করেছেন। যিনি আমাকে খাদ্য ও পানীয় দান করেছেন। যখন আমি রোগাক্রান্ত হই, তখন তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন এবং তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর পুনরায় জীবিত করবেন। আর আমি আশা করি যে, কিয়ামত দিবসে তিনিই আমার অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন। (সূরা শু'আরা, ৭৭-৮২)

মূসা (আঃ) এর ভাষায় আল্লাহর পরিচয় :

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِیْنَ - قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا ؕ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِیْنَ -قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗٓ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ -قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ
اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِیْنَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِیْٓ اُرْسِلَ اِلَیْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَیْنَهُمَا ؕ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ

ফিরাউন বলল, জগতসমূহের প্রতিপালক আবার কে? মূসা বললেন, তিনি আসমান, জমিন এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা দৃঢ় বিশ্বাসী হও। ফিরাউন তার পরিষদবর্গকে লক্ষ্য করে বলল, তোমরা শুনছ তো! মূসা বললেন, তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও প্রতিপালক। ফিরাউন বলল, নিশ্চয় তোমাদের প্রতি প্রেরিত রাসূল (একজন) পাগল। মূসা বললেন, তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের এবং তাদের মধ্যবর্তী সবকিছুর প্রতিপালক; যদি তোমরা বুঝতে পারতে। (সূরা শু'আরা, ২৩-২৮)

আল্লাহর সাদৃশ্য কিছুই নেই :

لَیْسَ كَمِثْلِهٖ شَیْءٌ ۚ وَّهُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ

কোনকিছুই তাঁর সাদৃশ্য নয়, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। (সূরা শূরা- ১১)

ব্যাখ্যা : 'আল্লাহর জন্য সাদৃশ্য তৈরি করো না' অর্থাৎ আল্লাহকে দুনিয়ায় রাজা-বাদশাহদের সমপর্যায়ে রেখে বিবেচনা করো না। রাজা-বাদশাহদের অনুচর, সভাসদ ও বিশেষ ব্যক্তিবর্গের মাধ্যম ছাড়া তাদের কাছে কেউ নিজের আবেদন নিবেদন পৌঁছাতে পারে না। তেমনি আল্লাহর ব্যাপারেও তোমরা এ ধারণা করো না যে, তিনি নিজের শাহী মহলে ফেরেশতা, আউলিয়া বা অন্যান্য সভাসদসহ অবস্থান করছেন এবং এদের মাধ্যম ছাড়া তাঁর কাছে কারো কোন কাজ পৌঁছতে পারে না।

তাঁর মতো গুণাবলিসম্পন্ন কেউ নেই :

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ ؕ هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِیًّا

তিনি আকাশমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও তাদের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে সবকিছুর প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদাত করো এবং তাঁর ইবাদাতে ধৈর্যশীল হও। তুমি কি তাঁর মতো (গুণাবলিসম্পন্ন অপর) কাউকে জান? (সূরা মারইয়াম- ৬৫)

আল্লাহর গুণাবলি লিখে শেষ করা যায় না :

وَلَوْ اَنَّمَا فِی الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ یَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِیْزٌ حَكِیْمٌ

সমগ্র পৃথিবীতে যত গাছ আছে তা সবই যদি কলম হয় এবং যত সমুদ্র রয়েছে তার সাথে যদি আরো সাতটি সমুদ্র একত্র হয়ে কালি হয়, তবুও আল্লাহর বাণী (লিখে) শেষ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ প্রতাপশালী ও মহাবিজ্ঞ। (সূরা লুকমান- ২৭)

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّیْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّیْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا

বলো, আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য (গোটা) সমুদ্রও যদি কালিতে পরিণত হয়, তবুও আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে– যদিও আমরা এর সাহায্যার্থে অনুরূপ আরো সমুদ্র নিয়ে আসি। (সূরা কাহফ- ১০৯)

ব্যাখ্যা : 'আল্লাহর কথা' অর্থ তাঁর সৃষ্টিকর্ম এবং তাঁর শক্তি ও জ্ঞানের নিদর্শন। এ পৃথিবীর গাছগুলো কেটে কলম তৈরি করলে এবং পৃথিবীর সাগরের পানির সাথে আরো সাতটি সাগরের পানিকে কালিতে পরিণত করলেও তা দিয়ে আল্লাহর শক্তি, জ্ঞান ও সৃষ্টির কথা লিখে শেষ করা সম্ভব হবে না। এ বর্ণনা দ্বারা আসলে এ ধরনের একটি ধারণা দেয়াই উদ্দেশ্য যে, যে আল্লাহ এত বড় বিশ্বজাহানকে অস্তিত্ব দান করেছেন এবং আদি থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত এর যাবতীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করে চলেছেন, তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে মানুষ যেসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সত্তাকে উপাস্যে পরিণত করেছে তাদের কোন গুরুত্ব নেই।

আল্লাহই প্রথম ও শেষ, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য :

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ

তিনিই শুরু, তিনিই শেষ, তিনিই প্রকাশ্য, তিনিই অপ্রকাশ্য এবং তিনি সবকিছু সম্পর্কে অধিক অবহিত। (সূরা হাদীদ- ৩)

আল্লাহ কখনো ধ্বংস হবেন না :

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ ؕ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

আল্লাহর নিজ সত্তা ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংসশীল। বিধান তাঁরই এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (সূরা ক্বাসাস- ৮৮)

কেউ তাঁকে দেখে না কিন্তু তিনি সবাইকে দেখেন :

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ

কোন চোখই তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না, কিন্তু তিনিই সকল দৃষ্টিকে আয়ত্ত করেন। আর তিনিই সূক্ষ্মদর্শী এবং সব খবর রাখেন। (সূরা আন'আম- ১০৩)

মূসা (আঃ) আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিলেন কিন্তু পারেননি :

وَلَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ قَالَ رَبِّ اَرِنِيْٓ اَنْظُرْ اِلَيْكَ ؕ قَالَ لَنْ تَرٰىنِيْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰىنِيْ ۚ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا ۚ فَلَمَّآ اَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ

মূসা বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দেখা দাও, আমি তোমাকে দেখতে চাই। তিনি বললেন, তুমি আমাকে কখনই দেখতে পারবে না। বরং তুমি পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য করো, সেটা যদি স্বস্থানে স্থির থাকে তবে তুমি আমাকে দেখতে পারবে। যখন তাঁর প্রতিপালক পাহাড়ের উপর জ্যোতি প্রকাশ করলেন তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল এবং মূসা অজ্ঞান হয়ে পড়ল। তারপর যখন সে জ্ঞান ফিরে পেল তখন বললেন, আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, আমি অনুতপ্ত হয়ে তোমার কাছেই প্রত্যাবর্তন করলাম এবং মুমিনদের মধ্যে আমিই প্রথম। (সূরা আ'রাফ- ১৪৩)

আল্লাহ ওহীর মাধ্যম ছাড়া মানুষের সাথে কথা বলেন না :

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ

মানুষের জন্য অসম্ভব যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম ছাড়া, অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতীত অথবা এমন দূত প্রেরণ করা ছাড়া, যে তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করে। নিশ্চয় তিনি সমুন্নত ও প্রজ্ঞাবান। (সূরা শূরা- ৫১)

ব্যাখ্যা : এর অর্থ হচ্ছে, বান্দা শব্দ শুনতে পায় কিন্তু শব্দকারীকে দেখতে পায় না। যেমন মূসা (আঃ) এর ক্ষেত্রে ঘটেছিল। তুর পাহাড়ের পাদদেশে একটি বৃক্ষ থেকে হঠাৎ আওয়াজ আসতে শুরু হলো। কিন্তু যিনি কথা বললেন তিনি তার দৃষ্টির আড়ালেই থাকলেন।

আল্লাহ আহার করান; তাঁকে কেউ আহার করায় না :

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ

বলো, আমি কি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করব? অথচ তিনিই (আমাদেরকে) আহার করান; কিন্তু তাঁকে কেউ আহার করায় না। (সূরা আন'আম- ১৪)

مَآ اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّمَآ اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ

আমি তাদের নিকট হতে কোন রিযিক চাই না এবং এও চাই না যে, তারা আমার আহার যোগাবে। নিশ্চয় আল্লাহ (ঐ সত্তা) যিনি রিযিকদাতা এবং সুদৃঢ় শক্তির অধিকারী। (সূরা যারিয়াত- ৫৭, ৫৮)

ব্যাখ্যা : "আমি তাদের কাছে রিযিক চাই না, কিংবা তারা আমাকে খাবার দান করুক তাও চাই না" এ কথাটির মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আছে। আল্লাহ বিমুখ লোকেরা পৃথিবীতে যাদের উপাসনা করছে, তারা সবাই প্রকৃতপক্ষে এসব বান্দার মুখাপেক্ষী। এরাই এদেরকে রিযিক পৌঁছিয়ে থাকে। এসব মিথ্যা উপাস্য এদের প্রাণের রক্ষক নয়, বরং উল্টো এরাই তাদের প্রাণ রক্ষা করে থাকে। এদের ওপর নির্ভর করেই তাদের প্রভুত্ব চলে। যেখানেই এ মিথ্যা প্রভুদেরকে কেউ সহযোগিতা দেয়নি, সেখানেই তাদের সব জৌলুস হারিয়ে গিয়েছে এবং দুনিয়ার মানুষ তাদের পতন দেখতে পেয়েছে। সমস্ত উপাস্যের মধ্যে একমাত্র মহাপরাক্রমশালী আল্লাহই এমন উপাস্য, নিজের ক্ষমতায়ই যাঁর প্রভুত্ব চলছে। যিনি তাঁর বান্দাদের থেকে কিছু নেন না, বরং তিনিই তাদেরকে সবকিছু দেন।

আল্লাহ কিছুই ভুলেন না :

قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ فِيْ كِتٰبٍ ۚ لَّا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسَى

মূসা বললেন, এটার জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকট এক কিতাবে রয়েছে। আমার প্রতিপালক ভুল করেন না এবং কোনকিছু ভুলেও যান না। (সূরা ত্বা-হা- ৫২)

ব্যাখ্যা : সবকিছুর রেকর্ড আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত আছে। আল্লাহই জানেন, কার ভূমিকা কী ছিল এবং কার পরিণাম কী হবে। আমাদেরকেও চিন্তা করা উচিত যে, আমাদের ভূমিকা কী এবং আমরা কোন ধরণের পরিণামের সম্মুখীন হব।

আল্লাহর মর্যাদা সর্বশ্রেষ্ঠ :

وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

আসমান ও জমিনে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই। আর তিনিই প্রতাপশালী ও মহাবিজ্ঞ। (সূরা রূম- ২৭)

সকল বড়ত্ব আল্লাহর :

وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে তাঁরই বড়ত্ব বিরাজমান রয়েছে এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান। (সূরা জাসিয়া- ৩৭)

আল্লাহ আরশের মালিক :

لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ

তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই; আর তিনিই সম্মানিত আরশের (একক) অধিপতি। (সূরা মু'মিনূন- ১১৬)

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই; আর তিনি মহান আরশের অধিপতি। (সূরা নামল- ২৬)

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

এরপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তুমি (তাদেরকে) বলে দাও, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। আর আমি তাঁরই ওপর ভরসা করছি এবং তিনিই হচ্ছেন মহান আরশের (একচ্ছত্র) অধিপতি। (সূরা তাওবা- ১২৯)

আল্লাহ আরশের উপর সমাসীন :

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى

দয়াময় (আল্লাহ) আরশের উপর সমাসীন। (সূরা ত্বা-হা- ৫)

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ

তিনিই ছয় দিনে আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। (সূরা হাদীদ- ৪)

আল্লাহ আসমান ও জমিনের নূর :

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

আল্লাহ আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আলো। (সূরা নূর- ৩৫)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ আকাশ ও জমিনের নূর– এ কথাটির অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা আসমান এবং পৃথিবীবাসীর হেদায়াত দানকারী ও পরিচালক। কেননা আল্লাহ তা'আলা শুধু স্রষ্টাই নন, তিনি আকাশ এবং জমিনে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সবকিছুকে তার প্রয়োজন অনুপাতে পথনির্দেশনা দিয়েছেন এবং সবকিছু পরিচালনা করছেন।

আল্লাহর নূরের উদাহরণ :

مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ۖ اَلْمِصْبَاحُ فِىْ زُجَاجَةٍ ۖ الزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِىْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۖ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ۖ يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۖ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۖ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ

তাঁর জ্যোতির উপমা যেন একটি চেরাগের মতো, যার মধ্যে রয়েছে এক প্রদীপ। আর প্রদীপটি রাখা হয়েছে একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে, কাঁচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো- এটা প্রজ্বলিত করা হয় পূত-পবিত্র যায়তূন গাছের তেল দ্বারা, যা পূর্বেরও নয় এবং পশ্চিমেরও নয়। অগ্নি সেটাকে স্পর্শ না করলেও যেন তার তেল উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে; জ্যোতির উপর জ্যোতি! আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর জ্যোতির দিকে পথনির্দেশ করেন, (প্রয়োজনে) আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন; আর আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ। (সূরা নূর- ৩৫)

আল্লাহর নূর ছাড়া অন্য কোন নূর নেই :

وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ

আল্লাহ যাকে জ্যোতি দান করেন না তার জন্য কোন জ্যোতিই নেই। (সূরা নূর- ৪০)

আল্লাহর নূর হাশরের মাঠকে আলোকিত করবে :

وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيْٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

সেদিন সমস্ত পৃথিবী তার প্রতিপালকের নূরে আলোকিত হবে, আমলনামা পেশ করা হবে এবং নবী ও সাক্ষীগণকে হাজির করা হবে। অতঃপর সকলের মধ্যে ন্যায়বিচার করা হবে; আর তাদের প্রতি কোন যুলুম করা হবে না। (সূরা যুমার- ৬৯)

অধ্যায়- ২ : আল্লাহ একক সত্তা

আল্লাহ একজন :

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ

তোমাদের ইলাহ্ কেবল একজন। তিনি ব্যতীত অন্য কোন (প্রকৃত) ইলাহ্ নেই। তিনি করুণাময় ও অতি দয়ালু। (সূরা বাক্বারা- ১৬৩)

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ

বলো, আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ। আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে যে, তোমাদের মা'বুদ হচ্ছেন একজন। (সূরা কাহফ- ১১০)

আল্লাহ দু'জন নন :

وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوْٓا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ

আল্লাহ বললেন, তোমরা দুই ইলাহ্ গ্রহণ করো না; তিনিই তো একমাত্র ইলাহ্। সুতরাং আমাকেই ভয় কর। (সূরা নাহল- ৫১)

আল্লাহ তিনজনও নন :

وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ سُبْحَانَهٗٓ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا

এ কথা বলো না যে, (মা'বুদের সংখ্যা) 'তিন'। তোমরা এ থেকে বেঁচে থাকো, এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। (কেননা) নিশ্চয় আল্লাহ একমাত্র ইলাহ; তাঁর সন্তান হবে– এটা হতে তিনি পবিত্র। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই তাঁর; আর অভিভাবক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। (সূরা নিসা- ১৭১)

আল্লাহর কোন সন্তান নেই :

مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ سُبْحَانَهٗ

সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহর কাজ নয়, তিনি (এ থেকে) পবিত্র। (সূরা মারইয়াম- ৩৫)

وَمَا يَنْۢبَغِيْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا

সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভনীয় নয়। (সূরা মারইয়াম- ৯২)

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۢ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۚ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ

আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে অপর কোন ইলাহ্ নেই। যদি থাকত তবে প্রত্যেক ইলাহ্ স্বীয় সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অপরের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করত। (জেনে রেখো) তারা যেভাবে গুণান্বিত করে আল্লাহ তা হতে অনেক পবিত্র! (সূরা মু'মিনূন- ৯১)

আল্লাহর কোন মেয়ে নেই :

اَفَاَصْفٰىكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ اِنَاثًا ۚ اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا

তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদেরকে পুত্র সন্তানের জন্য নির্বাচিত করেছেন এবং তিনি নিজে ফেরেশতাদেরকে কন্যা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন? নিশ্চয় তোমরা ভয়ানক কথা বলে থাক। (সূরা বনী ইসরাঈল- ৪০)

اَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ - مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ

তিনি কি পুত্রসন্তানের পরিবর্তে কন্যাসন্তানকে বেছে নিয়েছেন? তোমাদের কি হলো? তোমরা এ কেমন সিদ্ধান্ত নিচ্ছ? (সূরা সাফ্ফাত- ১৫৩, ১৫৪)

আল্লাহর কোন স্ত্রীও নেই :

اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ

তাঁর সন্তান হবে কীভাবে? তাঁর তো কোন স্ত্রী-ই নেই। (সূরা আন'আম- ১০১)

وَاَنَّهٗ تَعَالٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا

নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা সবকিছু থেকে ঊর্ধ্বে; তিনি কখনো কোন স্ত্রী গ্রহণ করেননি এবং কোন সন্তানও গ্রহণ করেননি। (সূরা জিন- ৩)

আল্লাহর কোন শরীক নেই :

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا

বলো, সমস্ত প্রশংসা কেবল আল্লাহরই। যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি, (যার কারণে) তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন অংশীদারও নেই। তিনি কখনো দুর্দশাগ্রস্ত হন না, যে কারণে তাঁর অভিভাবকের প্রয়োজন হয়। সুতরাং তোমরা তাঁর মহত্ত্ব ঘোষণা করো। (সূরা বনী ইসরাঈল- ১১১)

لَا شَرِيْكَ لَهٗ ۚ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ

তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি এরই জন্য আদিষ্ট হয়েছি; আর আমিই প্রথম মুসলিম। (সূরা আন'আম- ১৬৩)

ব্যাখ্যা : আবু মূসা আশ্আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, এমন কেউ নেই যে কষ্টদায়ক কথা শোনার পর আল্লাহর চেয়ে অধিক ধৈর্যধারণ করতে পারে। অনেক মানুষ বলে আল্লাহর সন্তান আছে। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাদের ক্ষমা করেন ও রিযিক দেন। (বুখারী, হা/৭৩৭৮)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহই এ বিশ্বজাহানের সর্বময় কর্তৃত্বের মালিক এবং তাঁর শাসন ক্ষমতায় কারো সামান্যতমও অংশ নেই। এখন যদি একথা জানা যায় যে, মহান আল্লাহ ছাড়া এ বিশ্বজাহানে অন্য কারো কর্তৃত্ব নেই এবং তিনিই সবচেয়ে বড় ক্ষমতাবান, তিনি ইচ্ছা করলে মুহূর্তেই সকল অস্তিত্ব ধ্বংস করে দিতে পারেন, তিনিই সবকিছু পরিচালনা করেন, তিনিই রিযিক প্রদান করেন, তাহলে কোন মাথা বিনয় প্রকাশ করার জন্য তাঁকে ছাড়া আর কারো সামনে নত হবে না, কোন হাতও অন্য কারো সামনে নজরানা পেশ করার জন্য এগিয়ে যাবে না, কোন কণ্ঠও অন্য কারো প্রশংসাগীতি গাবে না এবং কোনকিছু প্রার্থনাও করবে না। আর এ কাজগুলো দুনিয়ার কোন নিরেট মূর্খ ও অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেও সম্ভব হবে না।

অধ্যায়- ৩ : আল্লাহর নাম ও গুণাবলি

আল্লাহর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম :

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ؕ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى

বলো, তোমরা 'আল্লাহ' নামে আহ্বান করো অথবা 'রাহ্মান' নামে আহ্বান করো, তোমরা যে নামেই আহ্বান করো না কেন সকল সুন্দর নামই তো তাঁর। (সূরা বনী ইসরাঈল- ১১০)

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى

তিনিই আল্লাহ, সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা ও রূপদাতা। আর সকল উত্তম নাম তাঁরই। (সূরা হাশর- ২৪)

আল্লাহকে এসব নাম দিয়েই ডাকতে হবে :

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا

আল্লাহর জন্য রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাক। (সূরা আ'রাফ- ১৮০)

আল্লাহর নাম কত মহান :

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

কত মহান তোমার প্রতিপালকের নাম, যিনি মহাপ্রতাপশালী ও পরম অনুগ্রহশীল! (সূরা আর রহমান- ৭৮)

আল্লাহর নামের অমর্যাদা করা পাপ :

وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ ؕ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

যারা তাঁর নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন করো; অচিরেই তাদের কৃতকর্মের ফল তাদেরকে দিয়ে দেয়া হবে। (সূরা আ'রাফ- ১৮০)

ব্যাখ্যা : 'ইলহাদ' হচ্ছে, এমনভাবে আল্লাহর নামকরণ করা, যাতে তাঁর মর্যাদাহানি হয়। যার মাধ্যমে তাঁর প্রতি দোষ-ত্রুটি আরোপ করা হয় অথবা যার সাহায্যে তাঁর উন্নত ও পবিত্র সত্তা সম্পর্কে কোন প্রকার ভুল আকীদা-বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটে থাকে। যে নাম একমাত্র আল্লাহর উপযোগী, সৃষ্টিজগতের কাউকে সে নামে ডাকাও ইলহাদের অন্তর্ভুক্ত। আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহর নামের ব্যাপারে যারা সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় তাদেরকে বর্জন করো অর্থাৎ সহজভাবে বুঝানোর পরও যদি তারা না বুঝে, তাহলে তাদের সাথে অনর্থক বিতর্কে জড়িত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। নিজেদের গোমরাহীর ফল তারা নিজেরাই ভোগ করবে।

আল্লাহর কতিপয় নাম :

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত (সত্য) কোন মা'বুদ নেই। তিনিই অধিপতি, অতীব পবিত্র, পরিপূর্ণ শান্তিদাতা, নিরাপত্তা দানকারী, রক্ষক, পরাক্রমশালী, প্রবল, অতীব মহিমান্বিত; আর তারা (মুশরিকরা) তাঁর সাথে যা শরীক স্থাপন করেছে তিনি তা থেকে অনেক পবিত্র। তিনিই আল্লাহ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা ও রূপদাতা, সকল উত্তম নাম তাঁরই। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবকিছুই তাঁর মহিমা ঘোষণা করে। তিনি অতি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান। (সূরা হাশর- ২৩, ২৪)

আল্লাহ চিরস্থায়ী :

هُوَ الْحَيُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত (প্রকৃত) কোন ইলাহ্ নেই; সুতরাং তাঁর ইবাদাতে একনিষ্ঠ হয়ে তোমরা তাঁকেই আহ্বান করো। যাবতীয় প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। (সূরা মু'মিন- ৬৫)

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ তাঁর জীবনই বাস্তব ও প্রকৃত জীবন। একমাত্র তিনিই আপন ক্ষমতায় জীবিত। তাঁর জীবন ছাড়া আর কারো জীবনই অনাদি ও চিরস্থায়ী নয়। আর সবার জীবনই আল্লাহ প্রদত্ত, আর তারা মরণশীল ও ধ্বংসশীল।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ

আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। (সূরা আলে ইমরান- ২)

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ

ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবই ধ্বংসশীল এবং অবশিষ্ট থাকবে শুধু তোমার প্রতিপালকের মুখমণ্ডল (সত্তা) যা মহিমাময় ও মহানুভব। (সূরা আর রহমান- ২৬, ২৭)

ব্যাখ্যা : এখানে জিন ও মানুষকে এক মহাসত্য সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। আর তা হলো, তোমরা নিজেরাও অবিনশ্বর নও এবং সেসব সাজ-সরঞ্জামও চিরস্থায়ী নয়, যা তোমরা এ পৃথিবীতে ভোগ করছ। অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী শুধুমাত্র সুমহান আল্লাহর সত্তা। কোন নির্বোধ যদি তার ক্ষমতার ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের ঢঙ্কা বাজায়, কিংবা কতিপয় মানুষকে তার কর্তৃত্ব স্বীকার করায় তাহলে তার এ মিথ্যা বেশি দিন চলতে পারে না। মহাবিশ্বের বিশাল বিস্তৃতির মধ্যে পৃথিবীর অনুপাত যেখানে মটরশুটির দানার মতোও নয়, তার এক নিভৃত কোণে দশ বিশ কিংবা পঞ্চাশ ষাট বছর যে কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব চলে এবং তারপরই অতীত কাহিনীতে রূপান্তরিত হতে হয়- তা এমন কোন কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব নয়, যার জন্য কেউ গর্ব করতে পারে।

আল্লাহ প্রশংসিত :

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহ সম্পদশালী ও প্রশংসিত। (সূরা বাক্বারা- ২৬৭)

اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

নিশ্চয় তিনি প্রচুর প্রশংসা ও বিপুল সম্মানের অধিকারী। (সূরা হুদ- ৭৩)

আল্লাহ সম্মানিত:

فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا

নিশ্চয় সকল সম্মান আল্লাহরই জন্য। (সূরা নিসা- ১৩৯)

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সম্মান দেন এবং যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন :

قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ۚ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

বলো, হে আল্লাহ! আপনিই রাজত্বের মালিক। আপনি যাকে চান তাকে রাজত্ব দান করেন, আবার যার থেকে চান রাজত্ব কেঁড়ে নেন। আর যাকে চান সম্মানিত করেন, আবার যাকে চান অপদস্থ করেন। আপনার হাতেই কল্যাণ; নিশ্চয় আপনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। (সূরা আলে ইমরান- ২৬)

আল্লাহ হেকমতওয়ালা :

إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। (সূরা তাওবা- ২৮; সূরা আন'আম- ৮৩)

وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। (সূরা নূর- ৫৮)

আল্লাহ গুণগ্রাহী :

وَاللهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ

আল্লাহ গুণগ্রাহী ও সহনশীল। (সূরা তাগাবুন- ১৭)

ব্যাখ্যা : যখন شُكْرٌ (শুকর) শব্দটি আল্লাহর পক্ষ হতে বান্দার প্রতি শুকরিয়া আদায় করার জন্য ব্যবহৃত হয় তখন তার অর্থ হয়, কাজের স্বীকৃতি দেয়া, মূল্যায়ন করা ইত্যাদি। আর যখন বান্দার পক্ষ থেকে আল্লাহর প্রতি শুকর করার কথা বলা হয় তখন এর অর্থ হয়, নিয়ামতের স্বীকৃতি দান করা। আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার শুকরিয়া আদায় করার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ বান্দার কাজের যথার্থ মূল্যায়ন করার ব্যাপারে কুণ্ঠিত নন। বান্দা তাঁর পথে যে ধরনের যতটুকু কাজ করে আল্লাহ তার যথার্থ মূল্যায়ন করেন। বান্দার কোন কাজ পারিশ্রমিক ও পুরস্কার লাভ থেকে বঞ্চিত থাকে না। বরং তিনি মুক্তহস্তে তার প্রত্যেকটি কাজের বিনিময় তার প্রাপ্যের চেয়ে অনেক বেশি দিয়ে থাকেন।

আল্লাহ ধৈর্যশীল :

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ

জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও ধৈর্যশীল। (সূরা বাক্বারা- ২৩৫)

আল্লাহ সর্বশ্রোতা :

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (সূরা বাক্বারা- ২৪৪)

وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۭ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

রাত ও দিনে যা কিছু থাকে তা তাঁরই, আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (সূরা আন'আম- ১৩)

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۭ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও, নিশ্চয় তিনি সবকিছু শুনেন ও জানেন। (সূরা আ'রাফ- ২০০)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ একই সময়ে সমগ্র বিশ্বজাহানের আওয়াজ আলাদা আলাদাভাবে শুনছেন এবং কোন আওয়াজ তাঁর শ্রবণে বাধা হয়ে দাড়ায় না, যার ফলে একটি শুনলে অন্যটি শুনেন না। অনুরূপভাবে তিনি একই সময়ে সমগ্র বিশ্বজাহানের প্রতিটি জিনিস ও ঘটনা বিস্তারিত আকারে দেখছেন।

আল্লাহ সবই দেখেন :

اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

তোমরা যা ইচ্ছা তা আমল কর; নিশ্চয় তোমরা যা কর তিনি তা দেখেন। (সূরা হামীম সাজদা- ৪০)

اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۗءُ وَيَقْدِرُ ۭ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًۢا بَصِيْرًا

তোমার প্রতিপালক যাকে চান তার রিযিক বাড়িয়ে দেন, আবার যাকে চান কমিয়ে দেন। তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে ভালোভাবেই জানেন এবং তাদের পর্যবেক্ষণ করেন। (সূরা বনী ইসরাঈল- ৩০)

وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

আর আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রেখো, তোমরা যা কর আল্লাহ তা অবশ্যই দেখেন। (সূরা বাক্বারা- ২৩৩)

আল্লাহ সবকিছুর রক্ষণাবেক্ষণ করেন :

إِنَّ رَبِّيْ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ

নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সমস্ত কিছুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। (সূরা হুদ- ৫৭)

فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ

আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। (সূরা ইউসূফ- ৬৪)

وَرَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ

আপনার প্রতিপালক সর্ববিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণকারী। (সূরা সাবা- ২১)

আল্লাহ বরকতময় :

تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

বরকতময় সেই সত্তা, যাঁর হাতে সার্বভৌমত্ব; তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। (সূরা মুলক- ১)

ব্যাখ্যা : تَبٰرَكَ শব্দটি বহু অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন– **(এক)** মহা অনুগ্রহকারী ও সর্বজ্ঞ। কারণ তিনি বান্দাকে সবচেয়ে বড় নিয়ামত ফুরক্বান তথা কুরআন দান করেছেন। **(দুই)** বড়ই মর্যাদাশালী ও সম্মানী। কারণ পৃথিবী ও আকাশের সকল রাজত্ব তাঁরই। সুতরাং তিনিই সবচেয়ে বেশি সম্মানী ও মর্যাদাশীল। **(তিন)** বড়ই পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন। কারণ তাঁর সত্তা সকল প্রকার শিরকের গন্ধমুক্ত। তাঁর সমজাতীয় কেউ নেই, ফলে তাঁর সত্তার সার্বভৌমত্বে স্থলাভিষিক্তের জন্য কোন পুত্রের প্রয়োজন নেই। **(চার)** বড়ই উন্নত ও শ্রেষ্ঠ। কারণ সমগ্র রাজত্ব তাঁরই কর্তৃত্বাধীন। তাঁর ক্ষমতায় অংশীদার হওয়ার যোগ্যতা কারো নেই। **(পাঁচ)** শক্তির পূর্ণতার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ। কারণ তিনি বিশ্বজাহানের প্রত্যেকটি জিনিসের সৃষ্টিকর্তা ও তাদের ক্ষমতা নির্ধারণকারী।

সকল বাদশাহী আল্লাহর হাতে :

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ

তুমি কি জান না যে, আকাশ ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহরই। আর আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু নেই এবং কোন সাহায্যকারীও নেই। (সূরা বাক্বারা- ১০৭)

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দেন এবং যার থেকে চান ক্ষমতা কেঁড়ে নেন :

قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ؕ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ؕ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

বলো, হে আল্লাহ! আপনিই রাজত্বের মালিক। আপনি যাকে চান তাকে রাজত্ব দান করেন, আবার যার থেকে চান রাজত্ব কেঁড়ে নেন। আর যাকে চান সম্মানিত করেন, আবার যাকে চান অপদস্থ করেন। আপনার হাতেই কল্যাণ; নিশ্চয় আপনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। (সূরা আলে ইমরান- ২৬)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ কোন একটি গোত্র বা জাতিকে স্থায়ী কর্তৃত্ব দান করেননি– এটা তাঁর বিরাট অনুগ্রহ। তিনি পৃথিবীতে বিভিন্ন সময় একটি দলকে দিয়ে অন্য একটি দলকে প্রতিহত করে গেছেন। অন্যথায় যদি কোন একটি নির্দিষ্ট দলকে কোথাও স্থায়ী কর্তৃত্ব দান করতেন, তাহলে তাদের প্রভাব ও ক্ষমতার বড়াইয়ের ফলে যে ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড শুরু হতো তাতে শুধু প্রাসাদ, রাজনীতি এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানই ধ্বংস হতো না, বরং ইবাদাতগৃহগুলোও বিধ্বস্ত হয়ে যেত।

কিয়ামত দিবসের বাদশাও একমাত্র আল্লাহ :

وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ ؕ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ

যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, সেদিন কর্তৃত্ব তাঁরই থাকবে। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য সবকিছু সম্বন্ধে অবগত রয়েছেন। আর তিনিই প্রজ্ঞাময় ও সম্যক অবগত। (সূরা আন'আম- ৭৩)

يَوْمَ هُمْ بَارِزُوْنَ ۚ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ؕ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ؕ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

যেদিন তারা (কবর হতে) বের হয়ে পড়বে, সেদিন আল্লাহর নিকট তাদের কোনকিছুই গোপন থাকবে না। (আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন) আজ কর্তৃত্ব কার? (বলা হবে) প্রবল পরাক্রমশালী এক আল্লাহরই। (সূরা মু'মিন- ১৬)

ব্যাখ্যা : পৃথিবীতে বহু অহংকারী ও ভ্রান্ত লোক নিজেদের বাদশাহী ও শক্তিমত্তার অহংকার করে থাকে এবং বহু সংখ্যক লোকও তাদের বাদশাহী ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেয়, তাদের হুকুম পালন করে; এমনকি অনেকে তাদেরকেই নিজেদের প্রভু মনে করতে থাকে। কিন্তু পরকালে তাদের কাছে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ বলবেন, এখন বলো! প্রকৃতপক্ষে বাদশাহী কার? ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রকৃত মালিক কে? আর কার হুকুমে সবকিছু পরিচালিত হয়? এটা এমন একটা বিষয় যে, কোন ব্যক্তি যদি তা বুঝার

চেষ্টা করে তাহলে সে যত বড় বাদশাহ কিংবা মহানায়ক হয়ে থাকুক না কেন সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে এবং তার মন-মগজ থেকে শক্তিমত্তার সমস্ত অহংকার বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

সকল মালিকানা আল্লাহর :

وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মালিকানা আল্লাহরই। (সূরা হাদীদ- ১০)

আসমান ও জমিনের সকল বাহিনী আল্লাহর :

وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا

আসমান ও জমিনের সকল সেনাবাহিনী আল্লাহর হাতেই রয়েছে। তিনি মহাশক্তিশালী ও সুকৌশলী। (সূরা ফাতাহ- ৭)

আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী :

وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। (সূরা আলে ইমরান- ৬২)

اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ

নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক মহাপরাক্রমশালী ও পরম দয়ালু। (সূরা শু'আরা- ৬৮)

আল্লাহ মহাকৌশলী :

وَاُمْلِيْ لَهُمْ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ

আমি তাদেরকে সুযোগ দিয়ে থাকি, নিশ্চয় আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ। (সূরা আ'রাফ- ১৮৩)

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ

আর তারা চক্রান্ত করেছিল ফলে আল্লাহও কৌশল গ্রহণ করলেন। মূলত আল্লাহই উত্তম কৌশল গ্রহণকারী। (সূরা আলে ইমরান- ৫৪)

ব্যাখ্যা : আল্লাহর কৌশলের অর্থ হচ্ছে, যদি কেউ সত্যকে না মানে এবং সে অনুযায়ী নিজেদের মনোভাব পরিবর্তন না করে, তাহলে তিনি তাদেরকে এ বিদ্রোহাত্মক নীতি অবলম্বন করে চলার সুযোগ দেবেন। যতদিন তারা বেঁচে থাকবে ততদিন তিনি নিজের পক্ষ থেকে রিযিক ও অনুগ্রহ দান করতে থাকবেন। এর ফলে তাদের জীবনসামগ্রী এভাবেই তাদেরকে মোহান্ধ করে রাখবে। এ মোহান্ধতার মধ্যে তারা যা কিছু করবে আল্লাহর ফেরেশতারা নীরবে বসে বসে তা লিখতে থাকবেন। এভাবে হঠাৎ এক সময় মৃত্যুর সময় এসে যাবে। তখন নিজেদের কৃতকর্মের হিসাব দেয়ার জন্য তাদেরকে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে। আল্লাহ এমন কৌশল অবলম্বন করেন– যার ফলে লোকেরা সূচনায় কখনো তার পরিণামের কল্পনাও করতে পারে না। আল্লাহর পরিকল্পনা এমন সূক্ষ্মতর ও অজ্ঞাত পদ্ধতিতে বাস্তবায়িত হয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তা চূড়ান্ত পর্যায়ে না পৌঁছে ততক্ষণ মানুষ বিষয়টি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র অবগত হতে পারে না।

আল্লাহ হিসাব গ্রহণকারী :

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا

নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ের হিসাব গ্রহণকারী। (সূরা নিসা- ৮৬)

হিসাবের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট :

فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ

তোমার কর্তব্য তো কেবল প্রচার করা; আর হিসাব-নিকাশ তো আমার কাজ। (সূরা রা'দ- ৪০)

اِنَّ اِلَيْنَآ اِيَابَهُمْ - ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ

নিশ্চয় আমারই নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমার ওপরই তাদের হিসাব-নিকাশ (গ্রহণের ভার)। (সূরা গাশিয়া- ২৫, ২৬)

আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী :

وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (সূরা রা'দ- ৪১)

اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ ؕ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

আজ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের বিনিময় দেয়া হবে; আজ কারো প্রতি যুলুম করা হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (সূরা মু'মিন- ১৭)

وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (সূরা নূর- ৩৯)

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

আর যে আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করবে, (তার জেনে রাখা উচিত) আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (সূরা আলে ইমরান- ১৯)

ব্যাখ্যা : মানবজাতির হিসাব গ্রহণ করতে আল্লাহর কোন বিলম্ব হবে না। যেভাবে তিনি গোটা বিশ্বের সমস্ত সৃষ্টিকে একসাথে রিযিক দান করছেন এবং কাউকে রিযিক পৌঁছানোর ব্যবস্থাপনায় এমন ব্যস্ত নন যে, অন্যদের রিযিক দেয়ার অবকাশই তিনি পান না, যেভাবে তিনি গোটা বিশ্বের প্রতিটি ব্যক্তি বা বস্তুকে দেখছেন, সমস্ত শব্দ শুনছেন, প্রতিটি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর এবং বৃহৎ থেকে বৃহত্তর ব্যাপারের ব্যবস্থাপনাও করছেন, তেমনি তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির হিসাব গ্রহণ করবেন। একটি বিচার্য বিষয়ের শুনানিতে তিনি এতটা ব্যস্ত হয়ে পড়বেন না যে, সে সময়ে অন্যান্য মামলার শুনানি করতে পারবেন না। তাছাড়া তাঁর আদালতে এ কারণেও কোন বিলম্ব হবে না যে, মামলার পটভূমি ও ঘটনাবলির বিচার-বিশ্লেষণ এবং তার সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা কঠিন হবে। কেননা আদালতের বিচারক নিজেই সরাসরি বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকবেন। মামলার বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষের সবকিছুই তাঁর জানা থাকবে। সমস্ত ঘটনার খুঁটি-নাটি অনস্বীকার্য সাক্ষ্য প্রমাণসহ সবিস্তারে পেশ করা হবে। আর এতে তাঁর একটুও বিলম্ব হবে না। ফলে সমস্ত মামলার ফায়সালা তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে।

আল্লাহ প্রতিশোধ গ্রহণকারী

وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ

আর আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (সূরা আলে ইমরান- ৪)

وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ

কেউ তা (পাপ) পুনরায় করলে আল্লাহ তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেবেন; আর আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণে প্রবল শক্তিমান। (সূরা মায়েদা- ৯৫)

اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ

অবশ্যই আমি পাপীদের থেকে প্রতিশোধ নেব। (সূরা সাজদা- ২২)

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيْزٍ ذِي انْتِقَامٍ

আল্লাহ কি মহাপরাক্রমশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন? (সূরা যুমার- ৩৭)

আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা :

وَاِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ

নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক কঠোর শাস্তিদানকারী। (সূরা রা'দ- ৬)

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে খুবই কঠোর। (সূরা আনফাল- ২৫)

وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

আর আল্লাহ কঠোর শাস্তিদানকারী। (সূরা আলে ইমরান- ১১)

فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। (সূরা বাক্বারা- ২১১)

আল্লাহ দ্রুত শাস্তিদানকারী :

اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক শাস্তিদানে খুবই দ্রুততর, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াময়। (সূরা আন'আম- ১৬৫)

আল্লাহ বিশ্বের সবকিছু লালন-পালন করেন :

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْ رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ

বলো, আমি কি আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কোন প্রতিপালককে খুঁজব? অথচ তিনিই সবকিছুর প্রতিপালক। (সূরা আন'আম- ১৬৪)

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ

তিনি আসমান ও জমিন এবং উভয়ের মাঝে অবস্থিত সবকিছুর প্রতিপালক এবং তিনি সকল উদয়স্থলের প্রতিপালক। (সূরা সাফফাত- ৫)

জীবন ও মৃত্যু আল্লাহর হাতে :

هُوَ الَّذِيْ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ ۚ فَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ

তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। যখন তিনি কোনকিছু করার সিদ্ধান্ত নেন তখন তিনি বলেন, হও অতঃপর তা হয়ে যায়। (সূরা মু'মিন- ৬৮)

لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ

তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই, তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু ঘটান। (সূরা আ'রাফ- ১৫৮)

وَاللّٰهُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

আল্লাহই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান; আর তোমরা যা কর আল্লাহ তা পর্যবেক্ষণ করেন। (সূরা আলে ইমরান- ১৫৬)

অধ্যায়- ৪ : আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা ও মহাপরিচালক

আল্লাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা :

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ

আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনিই সবকিছুর ব্যবস্থাপক। (যুমার- ৬২)

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ

তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক; তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা; সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদাত করো; তিনি সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক। (সূরা আন'আম- ১০২)

আল্লাহ হলেন বিজ্ঞ স্রষ্টা :

فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কতই না মহান! (সূরা মু'মিনূন- ১৪)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ বিশ্বজাহানের প্রত্যেকটি জিনিসের কেবল অস্তিত্বই দান করেননি বরং তিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে তার সত্তার সাথে সম্পর্কিত আকার-আকৃতি, শক্তি, যোগ্যতা, গুণাগুণ, বৈশিষ্ট্য, কাজ ও কাজের পদ্ধতি, স্থায়িত্বের সময়কাল, উত্থান ও ক্রমবিকাশের সীমা এবং অন্যান্য বিষয়াবলি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তারপর সেসব কার্যকলাপ, উপায়-উপকরণ ও সুযোগসুবিধার বদৌলতে প্রত্যেকটি সত্তা নিজ নিজ কর্মসীমার মধ্যে তথা নিজ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে।

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيْمُ

নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক মহাস্রষ্টা ও মহাজ্ঞানী। (সূরা হিজর- ৮৬)

আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন :

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ؕ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন, তাতে তাদের কোন হাত নেই। আল্লাহ পবিত্র এবং মহান; আর তারা যাকে শরীক করে তা হতে তিনি অনেক পবিত্র ও মহান। (সূরা ক্বাসাস- ৬৮)

আল্লাহর সকল সৃষ্টিই সুন্দর :

اَلَّذِيْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ

যিনি সবকিছুকে অতি সুন্দররূপে সৃজন করেছেন। (সূরা সাজদা- ৭)

ব্যাখ্যা : দুনিয়ার প্রতিটি জিনিস তাঁরই নির্মাণ কৌশলে নির্মিত হয়েছে। প্রতিটি জিনিসকে তিনিই আকার-আকৃতি, শক্তি, যোগ্যতা, গুণ ও বিশেষত্ব দান করেছেন। দুনিয়ায় কাজ করার জন্য হাতের যে গঠনাকৃতির প্রয়োজন ছিল, তা তিনি দিয়েছেন। পায়ের জন্য যে সর্বাধিক উপযুক্ত গঠনাকৃতির প্রয়োজন, তাও দিয়েছেন। মানুষ, পশু, উদ্ভিদ, বাতাস, পানি, আলো, প্রত্যেককে তিনি এমন বিশেষ আকৃতি দান করেছেন– যা এ বিশ্বজাহানে তার নিজের কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন ছিল। তারপর তিনি প্রতিটি জিনিসকে কেবল তার বিশেষ আকৃতি দান করেই এমনিভাবে ছেড়ে দেননি। বরং তিনি সবাইকে পথও দেখিয়েছেন। দুনিয়ায় এমন কোন জিনিস নেই, যাকে তিনি নিজের গঠনাকৃতিকে কাজে লাগানোর এবং নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করার পদ্ধতি শেখাননি। কানকে শোনা ও চোখকে দেখা তিনিই শিখিয়েছেন। মাছকে সাঁতার কাটার এবং পাখিকে উড়ার শিক্ষা তিনিই দিয়েছেন। গাছকে ফুল ও ফল দেয়ার ও মাটিকে উদ্ভিদ উৎপাদন করার নির্দেশ তিনিই দিয়েছেন। মোটকথা তিনি কেবল সারা বিশ্বজাহান এবং তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকুলের স্রষ্টাই নন; বরং তাদের শিক্ষক ও পথ প্রদর্শকও।

আল্লাহ সুন্দরভাবে আকৃতি গঠন করেন :

هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

তিনি ঐ সত্তা, যিনি মাতৃগর্ভে নিজ ইচ্ছানুযায়ী তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। (সূরা আলে ইমরান- ৬)

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ

তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে এবং তোমাদেরকে অতি সুন্দর আকৃতি দান করেছেন; আর তোমাদের প্রত্যাবর্তন তো তাঁরই দিকে। (সূরা তাগাবুন- ৩)

আল্লাহ সবকিছু পরিমাণ অনুযায়ী সৃষ্টি করেন :

اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ

আমি সবকিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাণে। (সূরা ক্বামার- ৪৯)

আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কোন খুঁত নেই :

مَا تَرٰى فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ؕ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ

দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবে না। অতএব তুমি চক্ষু ফিরিয়ে দেখ, (তাঁর সৃষ্টিতে) কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি? (সূরা মুলক- ৩)

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ

অতঃপর তুমি (প্রতিটি সৃষ্টির দিকে) দু'বার করে দৃষ্টি ফিরাও, সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকেই ফিরে আসবে। (সূরা মুলক- ৪)

আল্লাহ প্রতিটি জিনিস জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

আমি প্রত্যেক বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পার। (সূরা যারিয়াত- ৪৯)

سُبْحَانَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

তিনি পবিত্র, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং তারা যা জানে না তাদের প্রত্যেককেই জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা ইয়াসীন- ৩৬)

আল্লাহ সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন :

يَزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

তিনি সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা বাড়িয়ে দেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা ফাতির- ১)

তিনি পৃথিবীর কোনকিছুই অনর্থক সৃষ্টি করেননি :

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ؕ ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ

আর আমি আসমান, জমিন ও এ উভয়ের মধ্যে অবস্থিত কোনকিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি। (আমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করেছি) এরূপ ধারণা তো তাদের যারা কাফির। সুতরাং কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ। (সূরা সোয়াদ- ২৭)

সকল সৃষ্টিই একেকটি নিয়মে চলছে :

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۭ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ۭ اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ

তিনি যথাযথভাবে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাত দিয়ে দিনকে আচ্ছাদিত করেন এবং দিন দিয়ে রাতকে আচ্ছাদিত করেন। তিনি নিয়মাধীন করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে। প্রত্যেকেই নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চলতে থাকবে। জেনে রেখো, তিনি মহাপরাক্রমশালী ও পরম ক্ষমাশীল। (সূরা যুমার- ৫)

আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে দেখার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন :

قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

বলো, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং অনুধাবন করো যে, কীভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন? অতঃপর আল্লাহ সৃষ্টি করবেন পরবর্তী সৃষ্টিকে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। (সূরা আনকাবূত- ২০)

اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِيْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ

তারা কি লক্ষ্য করে না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম কর্তৃত্ব সম্পর্কে এবং আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সে সম্পর্কে। (সূরা আ'রাফ- ১৮৫)

আল্লাহর অনেক সৃষ্টি সম্পর্কে মানুষ জানে না :

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ۭ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

তোমাদের আরোহণ ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন এমন অনেক কিছু, যা তোমরা অবগত নও। (সূরা নাহল- ৮)

এ বিশাল আকাশ ও পৃথিবী আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ۭ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ

সকল প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, আর সৃষ্টি করেছেন অন্ধকার ও আলো। এরপরও কাফিররা তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়। (সূরা আন'আম- ১)

তিনি আকাশ ও জমিনকে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন :

اَلَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا

তিনি সৃষ্টি করেছেন সাতটি আকাশ স্তরে স্তরে। (সূরা মুলক- ৩)

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ۭ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন সপ্তাকাশ এবং অনুরূপভাবে পৃথিবীও। এগুলোর মধ্যে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ; যেন তোমরা বুঝতে পার যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ জ্ঞান দিয়ে সবকিছুই পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। (সূরা ত্বালাক- ১২)

আল্লাহ আকাশকে সুসজ্জিত করেছেন :

اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاۗءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ۨ الْكَوَاكِبِ

নিশ্চয় আমি পৃথিবীর আকাশকে সুসজ্জিত করেছি নক্ষত্রমালার সৌন্দর্য দিয়ে। (সূরা সাফ্ফাত- ৬)

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاۗءِ بُرُوْجًا وَّزَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ

আমি আকাশে গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি এবং সেটাকে সুশোভিত করেছি দর্শকদের জন্য। (সূরা হিজর- ১৬)

ব্যাখ্যা : দুনিয়ার আকাশ বলতে বুঝানো হয়েছে দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশকে, যা আমরা কোন দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই খালি চোখে দেখতে পাই। এছাড়াও আমরা বিভিন্ন প্রকার শক্তিশালী পর্যবেক্ষণ যন্ত্রপাতির সাহায্যে যে বিশ্বকে আমরা দেখি এবং যেসব বিশ্ব এখনো আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি, সেগুলো সবই দূরবর্তী আকাশ।

আল্লাহ এ আকাশ ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন :

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ

আর তিনিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা হুদ- ৭)

اَلَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ اَلرَّحْمٰنُ فَاسْاَلْ بِهٖ خَبِيْرًا

তিনি আকাশ-জমিন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনিই 'রহমান', তাঁর সম্বন্ধে যে অবগত আছে তাকে জিজ্ঞেস করে দেখ। (সূরা ফুরক্বান- ৫৯)

সৃষ্টির কাজে আল্লাহ ক্লান্ত হন না :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ

আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যস্থিত সবকিছু সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে। আর (এসব সৃষ্টিতে) কোন ক্লান্তি আমাকে স্পর্শ করেনি। (সূরা ক্বাফ- ৩৮)

তিনি রাত-দিন ও চন্দ্র-সূর্য সৃষ্টি করেছেন :

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ

আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিবস এবং সূর্য ও চন্দ্র; প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে। (সূরা আম্বিয়া- ৩৩)

আল্লাহ বিভিন্ন আকৃতির প্রাণী সৃষ্টি করেছেন :

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى بَطْنِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰٓى اَرْبَعٍ ؕ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

আল্লাহ সমস্ত জীব সৃষ্টি করেছেন পানি হতে, তাদের কতক পেটে ভর দিয়ে চলে, কতক দু'পায়ে চলে এবং কতক চলে চার পায়ে। আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা নূর- ৪৫)

আল্লাহ জিন জাতিকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন :

وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ

আর তিনি জিন (জাতি) কে সৃষ্টি করেছেন অগ্নিশিখা হতে। (সূরা আর রহমান- ১৫)

আল্লাহ মানুষকে সুন্দরভাবে সৃষ্টি করেছেন :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ

আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম আকৃতিতে। (সূরা তীন- ৪)

ব্যাখ্যা : কয়েকটি নিষ্প্রাণ উপাদানের সমাহার এবং রাসায়নিক সংযোগের মাধ্যমে মানুষ নামক একটি বিস্ময়কর সত্তা সৃষ্টি করা হয়েছে, তার মধ্যে সংযুক্ত করা হয়েছে আবেগ, অনুভূতি, চেতনা, বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তা-কল্পনার এমনসব অদ্ভুত শক্তি যাদের কোন একটির উৎসও তার মৌলিক উপাদানগুলোর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। তারপর শুধু এতটুকুই নয় তার মধ্যে এমনসব অদ্ভুত প্রজনন শক্তিও সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে, যার ফলে কোটি কোটি মানুষ সেই একই কাঠামো এবং ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের ধারক হিসেবে বের হয়ে আসছে। মানুষ সৃষ্টির এ মহৎ পরিকল্পনা, তাকে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করা– আল্লাহর অসীম কুদরতের প্রমাণ। মানুষ যদি শুধুমাত্র নিজের জন্মের উপরই চিন্তা-ভাবনা করে তাহলে জানতে পারবে যে, এক একটি মানুষের অস্তিত্বের মধ্যে আল্লাহর বাস্তব ব্যবস্থাপনা ও কলা-কৌশল সর্বক্ষণ সক্রিয় রয়েছে। প্রত্যেকের অস্তিত্ব, বৃদ্ধি ও বিকাশের প্রতিটি পর্যায়ই তাঁর ইচ্ছার ভিত্তিতে স্থির হয়। তাকে সৃষ্টি করা, সুন্দর আকৃতি প্রদান করা, মাতৃগর্ভে ধারণ করা, জন্মদান করা, লালন-পালন করা এবং জীবিকা নির্বাহে প্রতিদিনের চলা-ফেরা সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছাতে সংঘঠিত হয়।

মানুষের মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন :

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰٓى اَجَلًا ؕ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ

তিনিই তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর একটি কাল নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং আরো একটি নির্ধারিত কাল আছে যা তিনিই জ্ঞাত, এতদসত্ত্বেও তোমরা সন্দেহ কর। (সূরা আন'আম- ২)

মানুষের মধ্যে আত্মীয়তা সৃষ্টি করেছেন :

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا ؕ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا

তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পানি হতে; অতঃপর তাকে বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ করেছেন। আর তোমার প্রতিপালক (এসব বিষয়ে) সর্বশক্তিমান। (সূরা ফুরক্বান- ৫৪)

ব্যাখ্যা : তিনি মানুষের একটি নয় বরং দু'টি আলাদা আলাদা নমুনা (নর ও নারী) তৈরি করেছেন। তারপর এ জোড়াগুলো মিলিয়ে দুনিয়াতে তাদের মাঝে ভারসাম্য তৈরি করে দিয়েছেন। একদিকে তাদের থেকে পুত্র ও নাতিদের একটি ধারা চলছে, যারা অন্যের ঘর

থেকে বিয়ে করে স্ত্রী নিয়ে আসছে। আবার অন্যদিকে কন্যা ও নাতনীদের একটি ধারা চলছে, যারা স্ত্রী হয়ে অন্যের ঘরে চলে যাচ্ছে। এভাবে এক পরিবারের সাথে অন্য পরিবার মিশে বংশ ও সভ্যতার বিকাশ ঘটছে।

প্রশান্তির জন্য জোড়া সৃষ্টি করেছেন :

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا

তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে সে তার নিকট প্রশান্তি লাভ করতে পারে। (সূরা আ'রাফ- ১৮৯)

ব্যাখ্যা : স্রষ্টার প্রজ্ঞার পূর্ণতা হচ্ছে, তিনি মানুষকে দু'টি জাতির আকারে সৃষ্টি করেছেন। তারা প্রত্যেকে একে অন্যের জোড়ায় পরিণত হয়েছে। প্রত্যেকের শরীর, প্রবৃত্তি এবং উদ্যোগসমূহ অন্যের শারীরিক ও প্রবৃত্তির দাবীসমূহের পরিপূর্ণ জবাব। সেই স্রষ্টা এ উভয় জাতির লোকদেরকে সৃষ্টির সূচনা থেকেই আনুপাতিক হারে সৃষ্টি করে আসছেন। কোন এলাকায় কেবল পুত্রসন্তানই অথবা কেবল কন্যাসন্তানই জন্মলাভ করে চলছে– এমন কথা শোনা যায়নি। এটা এমন জিনিস, যার মধ্যে কোন মানুষের সামান্যতম হস্তক্ষেপের অবকাশও নেই। হাজার হাজার বছর থেকে কোটি কোটি মানুষের জন্মলাভে এ ব্যবস্থা সুসামঞ্জস্য পদ্ধতিতে কার্যকর থাকা কখনো নিছক আকস্মিক ঘটনা হতে পারে না। আবার বহু ইলাহের সম্মিলিত ব্যবস্থাপনার ফলও হতে পারে না।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন :

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

আর তাঁর দৃষ্টান্তগুলোর মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি লাভ করতে পার। অতঃপর তিনি তোমাদের মাঝে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করে দিয়েছেন। নিশ্চয় এতে ঐসব লোকদের জন্য রয়েছে নিদর্শন, যারা গভীরভাবে চিন্তা করে। (সূরা রূম- ২১)

ব্যাখ্যা : স্রষ্টা নিজেই পরিকল্পিতভাবে এ ব্যবস্থা করেছেন, যার ফলে পুরুষ তার প্রাকৃতিক দাবী নারীর কাছে এবং নারী তার প্রাকৃতিক চাহিদা পুরুষের কাছে লাভ করবে এবং তারা উভয়ে পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত থেকেই প্রশান্তি ও সুখ লাভ করবে। এ বিজ্ঞানময় ব্যবস্থাপনাকে স্রষ্টা একদিকে মানব বংশধারা অব্যাহত থাকার এবং অন্যদিকে মানবিক সভ্যতার মাধ্যমে পরিণত করেছেন। স্রষ্টা নিজের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দ্বারা পুরুষ ও নারীর মধ্যে পরস্পরের এমন চাহিদা সৃষ্টি করেছেন, যার ফলে তারা উভয়ে মিলে একসাথে না থাকলে শান্তি ও সুখ লাভ করতে পারে না। শান্তির আশায় তাদেরকে একত্রে ঘর বাঁধতে বাধ্য করে। এরই বদৌলতে পরিবার ও গোত্র অস্তিত্ব লাভ করে। হাজার হাজার বছর থেকে অনবরত অসংখ্য পুরুষ ও নারীকে এ বিশেষ অস্থিরতা সহকারে সৃষ্টি করা– এটা কেবল একজন জ্ঞানীর প্রজ্ঞার সুস্পষ্ট নিদর্শন। ভালোবাসা নারী ও পুরুষের মধ্যে এমন একটি আকর্ষণ, যা তাদেরকে পরস্পরের সাথে সংলগ্ন করে রাখে। আর রহমত অর্থ হচ্ছে এমন আত্মিক সম্পর্ক, যা স্বামী-স্ত্রীর জীবনে পর্যায়ক্রমে বিকাশ লাভ করে। এর বদৌলতে তারা দু'জনে একে অপরের কল্যাণকামী ও সুখ-দুঃখে সহানুভূতিশীল হয়ে যায়। কোটি কোটি মানুষ তাদের জীবনে যে ভালোবাসা লাভ করেছে এগুলো কোন নিছক বস্তু নয়। এগুলোকে পরিমাপ করা অসম্ভব। মানুষের শারীরিক গঠনে যেসব উপাদানের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে, তাদের মধ্যে কোথাও এদের উৎস চিহ্নিত করা যেতে পারে না। একজন প্রজ্ঞাবান স্রষ্টা স্বেচ্ছায় একটি উদ্দেশ্য সামনে রেখে পূর্ণ সামঞ্জস্য সহকারে মানুষের মধ্যে তা সংস্থাপন করে দিয়েছেন।

আল্লাহই বিশ্বজগত পরিচালনা করেন :

يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَاۗءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗٓ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ

তিনি আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত যাবতীয় বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন। অবশেষে তা তাঁর নিকট পৌঁছাবে এমন একদিনে, যার পরিমাণ হবে তোমাদের গণনায় হাজার বছরের সমান। (সূরা সাজদা- ৫)

আল্লাহ রাত ও দিনের আবর্তন ঘটান :

يُوْلِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ

তিনি রাতকে দিনে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতে প্রবেশ করান। (সূরা ফাতির- ১৩)

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَاۗءٍ ۭ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ۭ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ

বলো, তোমরা ভেবে দেখছ কি, আল্লাহ যদি রাতকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন তবে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন ইলাহ্ আছে কি, যে তোমাদেরকে আলো এনে দিতে পারে? তবুও কি তোমরা কর্ণপাত করবে না? বলো, তোমরা ভেবে দেখছ কি, আল্লাহ যদি দিনকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন তবে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন ইলাহ্ আছে কি,

যে তোমাদের জন্য রাতের আবির্ভাব ঘটাবে যেন তোমরা বিশ্রাম করতে পার? তবুও কি তোমরা ভেবে দেখবে না? (সূরা ক্বাসাস- ৭১, ৭২)

ব্যাখ্যা : সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সুশৃঙ্খল পরিবর্তনের কারণে রাত-দিনের পরিবর্তন সাধিত হয়। এটি একজন বিশ্বজনীন ব্যবস্থাপক ও সমগ্র বিশ্বের উপর নিরংকুশ কর্তৃত্বশালী শাসকের অস্তিত্বের সুস্পষ্ট আলামত। এর মধ্যে সুস্পষ্ট কুশলতা, নৈপূণ্য, বিজ্ঞতা ও উদ্দেশ্যমূলক তৎপরতাও দেখা যায়। কারণ দুনিয়ার সমস্ত প্রয়োজন ও অভাব পূরণ এ দিন-রাতের আবর্তনের সাথে যুক্ত রয়েছে। এ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যিনি পৃথিবীর বুকে এসব বস্তু সৃষ্টি করেছেন তিনি নিজেই তাদের স্থিতি ও স্থায়িত্বের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই সরবরাহ করেন। এ বিশ্বজনীন ব্যবস্থাপক মাত্র একজন। তিনি খেলাচ্ছলে এ বিশ্বে কোনকিছুই সৃষ্টি করেননি বরং উদ্দেশ্যমূলকভাবে তিনি কাজ করছেন। অনুগ্রহকারী ও পালনকারী হিসেবে তিনিই ইবাদাত লাভের হকদার এবং দিন-রাতের আবর্তনের অধীন কোন সত্তাই রব ও প্রভু নয় বরং রবের অধীনস্থ দাস মাত্র।

আল্লাহ জীবিত থেকে মৃত ও মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন :

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ

তিনি জীবিতকে মৃত থেকে এবং মৃতকে জীবিত থেকে বের করে আনেন। তিনিই জমিনকে তার মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করেন। আর এভাবেই তোমাদেরকে (মৃত্যুর পর পুনরায়) বের করে আনা হবে। (সূরা রূম- ১৯)

আল্লাহ দুর্বলকে সবল করেন, আবার সবলকে দুর্বল করেন :

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّشَيْبَةً ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ

আল্লাহ ঐ সত্তা, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন দুর্বল অবস্থায়। অতঃপর তিনি দুর্বলতার পর শক্তি দান করেন, তারপর শক্তির পর পুনরায় দুর্বলতা ও বার্ধক্য দান করেন। তিনি যা ইচ্ছা তা-ই সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। (সূরা রূম- ৫৪)

আল্লাহ হাসান এবং কাঁদান :

وَاَنَّهٗ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى

আর তিনিই হাসান এবং তিনিই কাঁদান। (সূরা নাজম- ৪৩)

আল্লাহই মারেন এবং বাঁচান :

وَاَنَّهٗ هُوَ اَمَاتَ وَاَحْيَا

আর তিনিই মারেন ও তিনিই বাঁচান। (সূরা নাজম- ৪৪)

তিনিই সম্পদ দান করেন :

وَاَنَّهٗ هُوَ اَغْنٰى وَاَقْنٰى

আর তিনিই অভাবমুক্ত ও পরিতুষ্ট করেন। (সূরা নাজম- ৪৮)

আল্লাহ মানুষের অন্তর পরিবর্তন করেন :

وَنُقَلِّبُ اَفْـِٕدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖۤ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ

তারা যেমন প্রথমবার তাতে ঈমান আনেনি, তাই আমিও তাদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে দেব এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার আবর্তে ঘুরপাক খাওয়ার জন্য ছেড়ে দেব। (সূরা আন'আম- ১১০)

আল্লাহ ঘুম দেন ও জাগ্রত করেন :

وَهُوَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰۤى اَجَلٌ مُّسَمًّى ۚ ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

তিনিই রাতে তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং দিবসে তোমরা যা কর, তা তিনি জানেন। অতঃপর দিবসে তোমাদেরকে পুনর্জাগরণ করেন, যেন নির্ধারিত কাল পূর্ণ হয়। অতঃপর তাঁর দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমরা (দুনিয়াতে) যা করেছিলে, সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে অবহিত করবেন। (সূরা আন'আম- ৬০)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ নিজের সৃষ্টির প্রতি বড়ই করুণাশীল। মানুষ দুনিয়ায় অনবরত পরিশ্রম করতে পারে না। প্রত্যেকবার কয়েক ঘণ্টা পরিশ্রমের পর তাকে কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম নিতে হয়, যাতে সে আবার কয়েক ঘন্টা কাজ করার শক্তি পায়। প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলা এ উদ্দেশ্যে মানুষের মধ্যে নিদ্রার এমন চাহিদা ঢেলে দিয়েছেন, যার ফলে কোন ব্যক্তির ইচ্ছা ছাড়াই কয়েক ঘন্টা জাগরণের পর কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম নিতে বাধ্য করে এবং প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে স্বাভাবিকভাবেই বিশ্রাম ত্যাগ করে। এ নিদ্রার স্বরূপ ও অবস্থা এবং এর মৌলিক কারণগুলো মানুষ আজও অনুধাবন করতে পারেনি। এটি জন্মগতভাবে মানুষের প্রকৃতিতে রেখে দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ বিদ্যুৎ চমকান :

هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ

তিনিই তোমাদেরকে পর্যবেক্ষণ করান বিজলী। (অতঃপর এর মাধ্যমে) ভয় ও ভরসা সঞ্চার করান এবং তিনিই সৃষ্টি করেন ভারী মেঘ। (সূরা রা'দ- ১২)

আল্লাহ আকাশ থেকে বজ্রপাত করেন :

وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِي اللّٰهِ ۚ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ

তিনি বজ্রপাত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তা দ্বারা আঘাত করেন। আর তারা আল্লাহ সম্বন্ধে ঝগড়া করে, অথচ তিনি মহাশক্তিশালী। (সূরা রা'দ ১৩)

আল্লাহ বৃষ্টি তৈরি করেন :

اَللّٰهُ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهٗ فِي السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ فَاِذَآ اَصَابَ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ

আল্লাহ এমন সত্তা, যিনি বাতাস প্রেরণ করেন। অতঃপর বাতাস মেঘরাশিকে সঞ্চালন করে; তারপর তিনি মেঘরাশিকে যেমন ইচ্ছা আকাশে পরিব্যাপ্তি করে দেন এবং কখনো তা খণ্ড-বিখণ্ড করে দেন। অতঃপর তুমি দেখতে পাও যে, তার মধ্য থেকে বের হয়ে আসে বৃষ্টিধারা। তিনি যখন (সঞ্চালন করার) ইচ্ছা করেন, তখন তার বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা তা পৌঁছে দেন। (ফলে) তারা আনন্দ করতে থাকে। (সূরা রূম- ৪৮)

আল্লাহ মৃত জমিন জীবিত করেন :

اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۭ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

জেনে রেখো, আল্লাহই পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর জীবন দান করেন। আমি তো কেবল নিদর্শনগুলো তোমাদের জন্য বিশদভাবে বর্ণনা করি, যেন তোমরা বুঝতে পার। (সূরা হাদীদ- ১৭)

وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ

আল্লাহ আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন এবং তার দ্বারা মৃত ভূমিকে পুনর্জীবিত করেন। অবশ্যই যে সম্প্রদায় কথা শুনে তাদের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে। (সূরা নাহল- ৬৫)

আল্লাহ বিশ্বের ভারসাম্য ঠিক রাখেন :

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا ۚ وَلَىِٕنْ زَالَتَآ اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ۭ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا

নিশ্চয় আল্লাহ আসমান ও জমিনকে স্থিরভাবে ধরে রাখেন, যেন তা (স্বীয় কক্ষপথ থেকে) সরে না যায়। যদি এরা সরে যায় তবে তিনি ছাড়া কে এদেরকে ধরে রাখবে? নিশ্চয় তিনি অতিশয় সহনশীল ও পরম ক্ষমাশীল। (সূরা ফাতির- ৪১)

আল্লাহ সর্বদা কর্মতৎপর :

يَسْاَلُهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَاْنٍ

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা আছে সবাই তাঁর নিকট প্রতিদিন প্রার্থনা করে, তিনি সর্বদা মহান কার্যে রত। (সূরা আর রহমান- ২৯)

ব্যাখ্যা : মহাবিশ্বের এ কর্মক্ষেত্রে প্রতি মুহূর্তে আল্লার কর্মতৎপরতার এক সীমাহীন ধারাবাহিকতা চলছে। কাউকে তিনি মারছেন আবার কাউকে জীবন দান করছেন। কারো উত্থান ঘটাচ্ছেন আবার কারো পতন ঘটাচ্ছেন। কাউকে আরোগ্য দান করছেন আবার কাউকে রোগাক্রান্ত করছেন। কাউকে ডুবন্ত অবস্থা থেকে রক্ষা করছেন আবার কাউকে নিমজ্জিত করছেন। সকল সৃষ্টিকে নানাভাবে রিযিক দান করছেন। অসংখ্য বস্তুকে নতুন নতুন আকার-আকৃতি ও গুণ-বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করছেন। তাঁর পৃথিবী কখনো এক অবস্থায় অপরিবর্তিত থাকে না। তাঁর পরিবেশ ও অবস্থা প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হতে থাকে।

অধ্যায়- ৫ : আল্লাহ রিযিকদাতা

আল্লাহ সর্বোত্তম রিযিকদাতা :

قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۭ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ

(হে মুহাম্মাদ) বলো, আল্লাহর নিকট যা আছে তা খেল-তামাশা ও ব্যবসা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা। (সূরা জুমু'আ- ১১)

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْٓا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ

যারা আল্লাহর পথে হিজরত করেছে, অতঃপর নিহত হয়েছে অথবা মারা গেছে, আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বোত্তম রিযিকদাতা। (সূরা হাজ্জ- ৫৮)

ব্যাখ্যা : যদি পৃথিবী ও আকাশের অগণিত শক্তিকে জীবিকার উপকরণ সৃষ্টি করার কাজে না লাগিয়ে দেয়া হতো এবং পৃথিবীতে মানুষের জন্য জীবিকার অসংখ্য উপায় সৃষ্টি না করা হতো, তাহলে মানুষ নিজেদের জীবিকার সন্ধানই খুঁজে পেত না। আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির জন্য এ সবকিছুর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এমনকি তাদের জীবিকার অনুসন্ধান এবং তা উপার্জনের জন্য উপযোগী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতাও দান করেছেন।

আল্লাহ সকল প্রাণীকে রিযিক দান করেন :

وَمَا مِنْ دَاۗبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَي اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۭ كُلٌّ فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ

ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই। তিনি তাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী সকল অবস্থান সম্পর্কে অবহিত; সবকিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে (লিপিবদ্ধ) রয়েছে। (সূরা হুদ- ৬)

وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَاۗبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۡ اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

এমন কতক জীবজন্তু আছে যারা নিজেদের খাদ্য মওজুদ রাখে না। আল্লাহই তাদেরকে ও তোমাদেরকে রিযিক দান করেন; আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (সূরা আনকাবূত- ৬০)

আল্লাহ সবাইকে সমানভাবে রিযিক দান করেন না :

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰي بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

আল্লাহ জীবিকা প্রদানে তোমাদের কাউকে কারো ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। (সূরা নাহল- ৭১)

আল্লাহ রিযিক বৃদ্ধি করেন এবং কমান :

اَوَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۗءُ وَيَقْدِرُ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ

তারা কি জানে না যে, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার রিযিক বর্ধিত করেন অথবা হ্রাস করেন। এতে অবশ্যই মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন। (সূরা যুমার- ৫২)

اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۗءُ وَيَقْدِرُ ۭ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًۢا بَصِيْرًا

তোমার প্রতিপালক যাকে ইচ্ছা তার রিযিক বর্ধিত করেন এবং হ্রাস করেন; তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সবকিছু জানেন এবং দেখেন। (সূরা বনী ইসরাঈল- ৩০)

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۗءُ وَيَقْدِرُ ۭ وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۭ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ

আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা তার জীবিকা বর্ধিত করেন এবং সংকুচিত করেন। ফলে তারা পার্থিব জীবনে উলণ্ঢাসিত হয়, অথচ দুনিয়ার জীবন আখিরাতের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী ভোগমাত্র। (সূরা রা'দ- ২৬)

সবাইকে অঢেল রিযিক না দেয়ার কারণ :

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِي الْاَرْضِ وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاۗءُ ۭ اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের রিযিক বাড়িয়ে দিলে তারা পৃথিবীতে অবশ্যই সীমালঙ্ঘন করত; কিন্তু তিনি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী পরিমাণ মতো দিয়ে থাকেন। তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সবকিছু জানেন এবং দেখেন। (সূরা শূরা- ২৭)

ব্যাখ্যা : রিযিকের স্বল্পতা ও প্রাচুর্যতা আল্লাহর বিধানের উপর নির্ভরশীল। সেই বিধানের উদ্দেশ্যও সম্পূর্ণ ভিন্ন। মক্কাবাসীরা যে সচ্ছলতা ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিল তা তাদেরকে এতটাই অহংকারী করে তুলেছিল যে, তারা আল্লাহর নবীর কথা শুনতে কোনভাবেই প্রস্তুত ছিল না। এ কারণে আল্লাহ যদি সংকীর্ণমনা লোকদের জন্য রিযিকের দরজা খুলে দেন, তাহলে তারা পুরোপুরিভাবে গর্বে ফেটে পড়বে। তাই তিনি তাদেরকে পর্যবেক্ষণে রেখেছেন এবং বুঝে শুনে ঠিক ততটাই রিযিক দিচ্ছেন, যতটা তাদেরকে গর্বে স্ফীত হতে দেবে না।

তিনি যাকে চান তাকে অপরিমিত রিযিক দান করেন :

وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاۗءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন। (সূরা নূর- ৩৮)

إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন অপরিমিত রিযিক দান করেন। (সূরা আলে ইমরান- ৩৭)

আরবি ভাষায় رِزْقٌ (রিয্ক) এর অর্থ শুধু খাদ্যবস্তুর মধ্যে সীমিত নয়; বরং দান ও অনুগ্রহ অর্থেও তা ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দুনিয়ায় যা কিছু দিয়েছেন তা সবই মানুষের রিযিক। ইলিম এবং বিভিন্ন গুণাবলিও রিযিক।

আল্লাহর হাত প্রশস্ত :

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ

ইয়াহুদিরা বলে, 'আল্লাহর হাত রুদ্ধ'; (বরং) তারাই রুদ্ধহস্ত এবং তারা যা বলে সেজন্য তারা অভিশপ্ত। আর আল্লাহর উভয় হাতই প্রসারিত; যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন। (সূরা মায়েদা- ৬৪)

অধ্যায়- ৬ : আল্লাহ মহাজ্ঞানী

আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞান রাখেন :

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। (সূরা নিসা- ৩২)

ব্যাখ্যা : عَلِيمٌ ('আলীম) শব্দের অর্থ সর্বজ্ঞ, মহাজ্ঞানী। অর্থাৎ তিনি ছোট-বড়, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সবকিছু সম্পর্কে জানেন। তার জ্ঞানের বাহিরে কোন জিনিস থাকতে পারে না। ফলে তিনি কোন বিষয়ে অনুমান করেন না এবং এর ভিত্তিতে কোন কথাও বলেন না, বরং তিনি সবকিছু সম্পর্কে সরাসরি জ্ঞানের অধিকারী। সুতরাং অনুভূতি ও ইন্দ্রিয় বহির্ভূত বিষয়ে তিনি যেসব তথ্য দিচ্ছেন, তার সবগুলোই সঠিক। আর তা না মানার অর্থ হচ্ছে, অজ্ঞতার অনুসরণ করা। একইভাবে তিনি মানুষের উন্নতির পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কেও জানেন। তাঁর প্রতিটি শিক্ষা সঠিক ও জ্ঞানভিত্তিক, যার মধ্যে ভুলভ্রান্তির কোন সম্ভাবনা নেই। অতএব তাঁর পথনির্দেশনা গ্রহণ না করার অর্থ হচ্ছে, সঠিক পথে চলতে না চাওয়া এবং ভ্রান্ত পথে চলতে থাকা। তাছাড়া মানুষের কোন গতিবিধি তাঁর নিকট গোপন থাকতে পারে না। এমনকি তিনি মানুষের অন্তর্নিহিত সকল ধরনের ইচ্ছা সম্পর্কেও জানেন, যা তাদের সমস্ত কাজকর্মের মূল চালিকাশক্তি। তাই মানুষ কোন অজুহাত দেখিয়ে তাঁর শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে না।

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর চাবিসমূহ তাঁরই নিকট। তিনি যাকে ইচ্ছা তার রিযিক বর্ধিত করেন অথবা সংকুচিত করেন। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। (সূরা শূরা- ১২)

আল্লাহর জ্ঞান সবকিছুকে বেষ্টন করে আছে :

أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান এবং আল্লাহ তাঁর জ্ঞান দ্বারা সবকিছুই পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। (সূরা তালাক্ব- ১২)

ব্যাখ্যা : আল্লাহর জ্ঞান ও তাঁর পাকড়াও হতে কেউ বাঁচতে পারে না। পাথরের মধ্যে ছোট্ট একটি কণা তোমার দৃষ্টির অগোচরে থাকতে পারে কিন্তু তাঁর কাছে তা সুস্পষ্ট। আকাশ মণ্ডলে একটি ক্ষুদ্রতম কণিকা তোমার থেকে বহু দূরবর্তী হতে পারে, ভূমির গভীরে অবস্থিত কোন জিনিসের প্রতি তোমার দৃষ্টি শেষ হয়ে যেতে পারে; কিন্তু তা আল্লাহর অতি নিকটতর। কাজেই তুমি কোথাও এমন কোন সৎ বা অসৎকাজ করতে পার না, যা আল্লাহর অগোচরে থেকে যায়। তিনি তা জানেন কেবল তা নয় বরং যখন হিসাব-নিকাশের সময় আসবে তখন তিনি তোমাদের প্রত্যেকটি কাজের রেকর্ডও তোমাদের সামনে উপস্থাপন করবেন।

অতীত-ভবিষ্যৎ সবই আল্লাহ জানেন :

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَآءَ

তাদের সম্মুখে ও পেছনে যা কিছু আছে সবকিছুই তিনি জানেন। তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন ততটুকু ছাড়া তাঁর জ্ঞানসমুদ্র হতে তারা কিছুই আয়ত্ত করতে পারে না। (সূরা বাক্বারা- ২৫৫)

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

তাদের সম্মুখে এবং পশ্চাতে যা কিছু আছে তিনি তা জানেন। আর সমস্ত বিষয় তো আল্লাহর নিকটই প্রত্যাবর্তিত হবে। (সূরা হাজ্জ- ৭৬)

আসমান-জমিনের সবকিছুই আল্লাহ জানেন :

قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ؕ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

বলো, তোমাদের অন্তরে যা আছে তা গোপন রাখ অথবা প্রকাশ কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবগত আছেন। এমনকি আসমান ও জমিনে যা আছে সবকিছু সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা আলে ইমরান- ২৯)

اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে আল্লাহ সে সম্পর্কে জানেন; নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। (সূরা মায়েদা- ৯৭)

সবকিছু জানা আল্লাহর জন্যই শোভা পায় :

اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ؕ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ

যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সবকিছুর খবর রাখেন। (সূরা মুলক- ১৪)

জলে-স্থলে কী আছে সবই আল্লাহর জানা আছে :

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

জলে ও স্থলে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে তিনি অবগত। (সূরা আন'আম- ৫৯)

গাছের পাতা ঝরলে তাও জানেন :

وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ

তাঁর অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না। মাটির অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণাও রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক হয় না, যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই। (সূরা আন'আম- ৫৯)

জমিনে যা প্রবেশ করে এবং আকাশে যা উঠে আল্লাহ তাও জানেন :

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ؕ وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ

তিনি জানেন যা কিছু জমিনে প্রবেশ করে এবং যা কিছু সেখান থেকে বের হয়। আর যা কিছু আসমান থেকে নাযিল হয় এবং যা কিছু সেখানে আরোহণ করে। তিনি পরম দয়ালু ও অত্যন্ত ক্ষমাশীল। (সূরা সাবা- ২)

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ؕ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

তিনি জানেন যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা কিছু তা হতে বের হয় এবং আকাশ হতে যা কিছু নামে ও আকাশে যা কিছু উঠে। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি (জানার দিক দিয়ে) তোমাদের সঙ্গেই আছেন। আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন। (সূরা হাদীদ- ৪)

নারীর জরায়ুতে সন্তানের কি হচ্ছে তাও জানেন :

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ؕ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ

প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কিছু কমে ও বাড়ে আল্লাহ তাও জানেন এবং তাঁর বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ রয়েছে। (সূরা রা'দ- ৮)

মাতৃগর্ভে ভ্রূণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, শক্তি-সামর্থ্য, যোগ্যতা ও মানসিক ক্ষমতার মধ্যে যাবতীয় হ্রাস-বৃদ্ধি আল্লাহর সরাসরি তত্ত্বাবধানে সাধিত হয়।

গর্ভধারণ, প্রসব ও বয়স সবই তাঁর জ্ঞানের আওতায় :

وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ؕ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖۤ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ

কোন নারীই গর্ভধারণ করে না এবং সন্তানও প্রসব করে না তাঁর অজান্তে। আর কোন বয়স্ক ব্যক্তির দীর্ঘায়ু লাভ করা হয় না আবার তার আয়ু কমও করা হয় না, কিন্তু তা তো লিপিবদ্ধ রয়েছে এক কিতাবে (লাওহে মাহফুযে)। নিশ্চয় এ কাজ আল্লাহর পক্ষে অতি সহজ। (সূরা ফাতির- ১১)

পাঁচটি জিনিসের বিশেষ জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছে :

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ ؕ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ؕ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌۢ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

নিশ্চয় আল্লাহর কাছে রয়েছে কিয়ামত সম্পর্কে জ্ঞান। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনিই জানেন যা কিছু গর্ভে আছে। কেউ জানে না আগামীকাল সে কী আয় করবে এবং কেউ জানে না কোন স্থানে সে মৃত্যুবরণ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং সব খবর রাখেন। (সূরা লুক্বমান- ৩৪)

ব্যাখ্যা : মানুষের সচ্ছলতা-অসচ্ছলতা নির্ভর করে বৃষ্টির উপর। কিন্তু আল্লাহর হাতে রয়েছে এর চাবিকাঠি। তিনি যখন যেখানে যতটুকু চান পানি বর্ষণ করান এবং যখনই চান থামিয়ে দেন। কেউ এতটুকুও জানে না যে, কোথায় কখন কতটুকু বৃষ্টি হবে এবং কোন ভূখণ্ড তা হতে বঞ্চিত হবে অথবা কোন ভূখণ্ডে বৃষ্টি উল্টো ক্ষতিকর প্রমাণিত হবে। পুরুষের বীর্যে স্ত্রীদের গর্ভসঞ্চার হয় এবং এর সাথে মানুষের বংশধারার ভবিষ্যত জড়িত। কিন্তু মানুষ জানে না যে, এ গর্ভে কী লালিত হচ্ছে এবং কোন আকৃতিতে ও কোন ধরনের কল্যাণ বা অকল্যাণ নিয়ে তা বের হয়ে আসবে। আগামীকাল তাদের কী হবে, তা-ও তারা জানে না। একটি আকস্মিক দুর্ঘটনা মানুষের ভাগ্য বদলে দিতে পারে। কিন্তু এক মিনিট আগেও মানুষ তার খবর পায় না। মানুষ এটাও জানে না যে, তাদের এ জীবনের সমাপ্তি ঘটবে কোথায় এবং কী অবস্থায়। এ সমস্ত তথ্যজ্ঞান আল্লাহ নিজের কাছে রেখেছেন। এভাবে দুনিয়ার শেষ ক্ষণটির ব্যাপারেও আল্লাহর ফায়সালার প্রতি আস্থা রাখা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

মানুষের অবস্থা আল্লাহই ভালো জানেন :

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ ؕ اِنْ يَّشَاْ يَرْحَمْكُمْ اَوْ اِنْ يَّشَاْ يُعَذِّبْكُمْ

তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের ব্যাপারে ভালোভাবে জানেন। ইচ্ছা করলে তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করেন এবং ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে শাস্তি দেন। (সূরা বনী ইসরাঈল- ৫৪)

সৃষ্টির শুরু থেকেই মানুষকে জানেন :

هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ فَلَا تُزَكُّوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى

তিনি তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত- যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন মাটি হতে এবং এক সময় তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে ছিলে। অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না, তিনিই ভালো জানেন কে মুত্তাক্বী। (সূরা নাজম- ৩২)

তিনি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের সম্পর্কে জানেন :

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاْخِرِيْنَ

তোমাদের মধ্য হতে পূর্বে যারা গত হয়েছে আমি তাদেরকে জানি এবং পরে যারা আসবে তাদেরকেও জানি। (সূরা হিজর- ২৪)

মানুষের মনের কথাও তিনি জানেন :

وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

তোমরা তোমাদের কথা চুপে চুপে বল অথবা উচ্চস্বরে বলো, তিনি তো অন্তরের গোপনীয়তা সম্পর্কে সর্বজ্ঞ। (সূরা মুলক- ১৩)

اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের অন্তরের বিষয় সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত আছেন। (সূরা আলে ইমরান- ১১৯)

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا

তোমাদের অন্তরে যা আছে তা আল্লাহ জানেন। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও সহনশীল। (সূরা আহযাব- ৫১)

وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ

তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং তারা যা প্রকাশ করে অবশ্যই তোমার প্রতিপালক তা জানেন। (সূরা নামল- ৭৪)

اِنْ تُبْدُوْا شَيْـًٔا اَوْ تُخْفُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

যদিও তোমরা কোন বিষয় প্রকাশ কর কিংবা তা গোপন রাখ, কিন্তু আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে অবগত আছেন। (সূরা আহযাব- ৫৪)

কথা আস্তে বলা বা জোরে বলা উভয়ই তাঁর নিকট সমান :

سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۢ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِالنَّهَارِ

তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে এবং যে প্রকাশ করে, আর যে রাত্রিতে আত্মগোপন করে এবং যে দিবসে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, তারা সমভাবে আল্লাহর জ্ঞানগোচরেই আছে। (সূরা রা'দ- ১০)

وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَى

যদি তুমি উচ্চকণ্ঠে কথা বল, তবে তিনি তো যা গুপ্ত ও অব্যক্ত সবকিছুই জানেন। (সূরা ত্বা-হা- ৭)

اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُوْنَ

তিনি জানেন, তোমরা যে কথা ব্যক্ত কর এবং যা গোপন কর। (সূরা আম্বিয়া- ১১০)

قَالَ رَبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

সে বলল, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কথাই আমার প্রতিপালক অবগত আছেন এবং তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (সূরা আম্বিয়া- ৪)

গুপ্ত বিষয়গুলো তিনি একদিন প্রকাশ করবেন :

وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ

তোমরা যা গোপন করেছিলে আল্লাহ তার প্রকাশকারী। (সূরা বাক্বারা- ৭২)

কেউ খারাপ চিন্তা করলে তাও জানেন :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ ۚ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ

আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার অন্তর তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তা আমি জানি। আমি তার ঘাড়ের শাহরগ অপেক্ষাও নিকটতর। (সূরা ক্বাফ- ১৬)

ব্যাখ্যা : আল্লাহর ক্ষমতা ও জ্ঞান এমনভাবে মানুষকে পরিবেষ্টন করে আছে যে, তাঁর ক্ষমতা মানুষের যতটা নিকটে তার ঘাড়ের শিরাও ততটা নিকটে নয়। মানুষের কথা শোনার জন্য তাঁকে কোথাও থেকে আসতে হয় না। তার মনের মধ্যে উদিত কল্পনাসমূহ পর্যন্ত আল্লাহ সরাসরি জানেন। অনুরূপভাবে তাকে যদি কোন সময় আল্লাহ পাকড়াও করতে চান, তখনও তাঁকে কোথাও থেকে এসে তাকে পাকড়াও করতে হয় না। মানুষ যেখানেই থাকুক, সর্বদা আল্লাহর আয়ত্তাধীন রয়েছে।

মানুষের সলাপরামর্শেরও খবর রাখেন :

اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ

(তারা কি জানত না যে) আল্লাহ তাদের অন্তরের গোপন কথা ও তাদের গোপন পরামর্শ সম্পর্কেও অবগত আছেন এবং যা অদৃশ্য তাও তিনি বিশেষভাবে জানেন? (সূরা তাওবা- ৭৮)

সলাপরামর্শে মানুষ যতজন হয় তার মধ্যে আল্লাহ একজন :

مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلَاثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

তিনজনের এমন কোন পরামর্শ হয় না, যাতে তিনি তাদের চতুর্থ না হন; আর পাঁচ জনেরও এমন কোন পরামর্শ হয় না, যাতে তিনি তাদের ষষ্ঠ না হন। (এ সলা পরামর্শকারীদের সংখ্যা) তার চেয়ে কম হোক কিংবা বেশি হোক তারা যেখানেই থাকুক না কেন, তিনি তাদের সাথে আছেন। অতঃপর তারা যা করে কিয়ামতের দিন তাদেরকে তিনি জানিয়ে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞানী। (সূরা মুজাদালা- ৭)

মানুষ কী উপার্জন করছে তাও আল্লাহ জানেন :

وَهُوَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَفِي الْاَرْضِ ۭ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ

আসমান ও জমিনে তিনিই আল্লাহ, তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু তিনি জানেন এবং তোমরা যা অর্জন কর, তাও তিনি অবগত আছেন। (সূরা আন'আম- ৩)

يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۭ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ

প্রত্যেক ব্যক্তি যা করে তা তিনি জানেন। (সুতরাং) কাফিররা শীঘ্রই জানতে পারবে যে, পরকালের শুভ পরিণাম কাদের জন্য। (সূরা রা'দ- ৪২)

আল্লাহ মানুষের কর্মকাণ্ডের খবর রাখেন :

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ

আল্লাহ তোমাদের সব আমল সম্পর্কেই ভালো করে জানেন। (সূরা মুহাম্মাদ- ৩০)

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

তোমরা যা করছ, আল্লাহ তার পর্যবেক্ষণকারী। (সূরা আলে ইমরান- ১৫৬)

وَهُوَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ

তিনিই রাতে তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং দিবসে তোমরা যা কর তা তিনি জানেন। (সূরা আন'আম- ৬০)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে সব অবস্থায় নিজেই সরাসরি দেখছেন এবং তার সমস্ত গতিবিধি ও কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। আল্লাহর নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়কও প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে রয়েছেন এবং তারা তার জীবনের সমস্ত কার্যক্রমের রেকর্ডও সংরক্ষণ করছেন। এমন অকল্পনীয় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধীনে থেকে যারা একথা মনে করে জীবন যাপন করে যে, তাদেরকে লাগামহীন উটের মতো দুনিয়ায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে এবং তাদের কার্যকলাপের জন্য কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না তারা আসলে নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনে।

চোখের খেয়ানত সম্পর্কেও জানেন :

يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ

চক্ষুর অপব্যবহার ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত। (সূরা মু'মিন- ১৯)

কেউ নেক আমল করলেও তিনি জানেন :

وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا

আর তোমরা যেসব সৎকাজ কর, নিশ্চয় আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। (সূরা নিসা- ১২৭)

وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ

তোমরা যে কোন সৎকর্ম কর না কেন আল্লাহ তা জানেন। (সূরা বাক্বারা- ১৯৭)

কিছু ব্যয় করলে তারও খবর রাখেন :

وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ

তোমরা যে বস্তু দান কর অথবা যা কিছু মান্নত কর, আল্লাহ সে বিষয়ে অবগত আছেন। (সূরা বাক্বারা- ২৭০)

কে কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে আল্লাহ তাও জানেন :

اَلَّذِيْ يَرٰىكَ حِيْنَ تَقُوْمُ – وَتَقَلُّبَكَ فِي السّٰجِدِيْنَ

তিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি দণ্ডায়মান হও এবং সিজ্‌দাকারীদের সাথে উঠাবসা কর। (সূরা শু'আরা- ২১৮, ২১৯)

ব্যাখ্যা : এখানে ওঠার কয়েকটি অর্থ হতে পারে। **(এক)** নামাযরত ব্যক্তি যখন জামা'আতের সাথে নামায পড়ার সময় মুকতাদীদের সাথে ওঠা বসা ও রুকু সিজদা করেন, তখন আল্লাহ তাকে দেখতে থাকেন। **(দুই)** ব্যক্তি নিজের সাথিদের পরকাল গড়ার জন্য এবং আল্লাহর বান্দাদের সংশোধন করার জন্য যেসব প্রচেষ্টা, সংগ্রাম ও সাধনা চালিয়ে যায়, আল্লাহ সে সম্পর্কে সবকিছু অবগত আছেন। **(তিন)** ব্যক্তি সিজদাকারী লোকদের দলে যেসব তৎপরতা চালিয়ে যায়, আল্লাহ তা পর্যবেক্ষণ করছেন। তিনি জানেন উক্ত বান্দা কীভাবে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, কীভাবে তাদেরকে আত্মশুদ্ধি করছে, কীভাবে ভেজাল সোনাকে খাঁটি সোনায় পরিণত করছে এবং এসব কর্মে কতটুকুইবা সফলকাম হয়েছে।

রাতের বেলায় তাহাজ্জুদে দাঁড়ালে তাও আল্লাহ জানেন :

اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ

তোমার প্রতিপালক তো জানেন যে, তুমি জাগরণ কর কখনো রাত্রির প্রায় দুই তৃতীয়াংশ, কখনো অর্ধাংশ এবং কখনো এক তৃতীয়াংশ এবং তোমার সাথে যারা আছে তাদের একটি দলও জাগে। (সূরা মুযযাম্মিল- ২০)

তিনি মানুষের সকল কাজ পরিদর্শন করেন :

وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَاْنٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ؕ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَلَآ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرَ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ

তুমি যে অবস্থাতেই থাক এবং তুমি কুরআন হতে যা কিছুই তিলাওয়াত কর কিংবা তোমরা যে কাজই কর, আমি তোমাদের পরিদর্শক– যখন তোমরা তাতে প্রবৃত্ত হও। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অনুপরিমাণও তোমার প্রতিপালকের অগোচর নয় এবং তা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অথবা বৃহত্তর কিছুই নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই। (সূরা ইউনুস- ৬১)

আল্লাহ সবকিছুর উপর সাক্ষী আছেন :

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا

নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে লক্ষ্য করেন। (সূরা নিসা- ৩৩, সূরা আহযাব- ৫৫)

وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا

সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। (সূরা নিসা- ৭৯)

আল্লাহ বান্দার ওপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখেন :

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

নিশ্চয় আল্লাহই তোমাদের ওপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখেন। (সূরা নিসা- ১)

কেউ দুর্বল থাকলে তাও জানেন :

وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا

তিনি তো অবগত আছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে। (সূরা আনফাল- ৬৬)

কেউ অসুখ থাকলে তাও জানেন :

عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى

তিনি জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে। (সূরা মুযযাম্মিল- ২০)

কার কী সমস্যা তাও তিনি জানেন :

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْٓ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ

আল্লাহ অবশ্যই ঐ স্ত্রী লোকটির কথা শুনেছেন, যে তার স্বামীর ব্যাপারে আপনার সাথে বিতর্ক করেছিল এবং আল্লাহর দরবারেও অভিযোগ করেছিল। আর আল্লাহ আপনাদের উভয়ের কথাবার্তা শুনেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। (সূরা মুজাদালা- ১)

ব্যাখ্যা : একদা খাওলা (রাঃ) কে তার স্বামী বলেছিল, তুমি আমার নিকট মায়ের পিঠতুল্য। জাহেলী যুগে কেউ স্ত্রীকে এরূপ বললে স্ত্রী তার জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যেত। এ কারণে খাওলা (রাঃ) নবী ﷺ এর নিকট এসে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, মনে হয় তুমি স্বামীর জন্য হারাম হয়ে গেছ। তখন খাওলা (রাঃ) বললেন, তাহলে আমার সন্তানের কী উপায় হবে? আমার স্বামী তো তালাক শব্দ বলেননি। অতঃপর খাওলা (রাঃ) আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করলে উক্ত আয়াতটি নাযিল হয়। (সুনানে দার কুতনী, হা/৩৮৫৩)

কেউ মিথ্যা বললে তাও আল্লাহ জানতে পারেন :

وَاِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِيْنَ

নিশ্চয় আমি জানি যে, তোমাদের মধ্যে মিথ্যা (কিছু লোক) প্রতিপন্নকারীও রয়েছে। (সূরা হাক্কাহ- ৪৯)

যালিমদের সম্পর্কেও আল্লাহ জানেন :

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالظّٰلِمِيْنَ

আর আল্লাহ যালিমদের সম্বন্ধে অধিক অবহিত। (সূরা আন'আম- ৫৮)

ফাসাদকারীদেরকেও আল্লাহ জানেন :

فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِالْمُفْسِدِيْنَ

তবে ফাসাদকারীদের সম্পর্কে অবশ্যই আল্লাহ ভালো জানেন। (সূরা আলে ইমরান- ৬৩)

رَبُّكَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ

তোমার প্রতিপালক অশান্তি সৃষ্টিকারীদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত। (সূরা ইউনুস- ৪০)

আল্লাহ জানেন কারা সীমালঙ্ঘনকারী :

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ

নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সীমালঙ্ঘনকারীদের সম্বন্ধে ভালোভাবেই জানেন। (সূরা আন'আম- ১১৯)

মুনাফিক কারা তা আল্লাহ জানেন :

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ۛ وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ۛ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ ۡ لَا تَعْلَمُهُمْ ۭ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۭ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ

মরুবাসীদের মধ্যে যারা তোমাদের আশেপাশে আছে তাদের কেউ কেউ মুনাফিক এবং মদীনাবাসীদের মধ্যেও কেউ কেউ কপটতায় সিদ্ধ। তুমি তাদেরকে জান না; আমি তাদেরকে জানি। অচিরেই আমি তাদেরকে দু'বার শাস্তি দেব। অতঃপর তারা প্রত্যাবর্তিত হবে মহাশাস্তির দিকে। (সূরা তাওবা- ১০১)

মুসলিমদের শত্রু কারা তাও জানেন :

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَآئِكُمْ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا وَّكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا

আল্লাহ তোমাদের শত্রুদেরকে ভালোভাবে জানেন। অভিভাবকত্বে আল্লাহই যথেষ্ট এবং সাহায্যেও আল্লাহ যথেষ্ট। (সূরা নিসা- ৪৫)

মুত্তাক্বীদের সম্পর্কেও জানেন :

وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ

আর তারা যে ভালো কাজই করুক না কেন তা অবমূল্যায়ন করা হবে না। আর আল্লাহ মুত্তাক্বীদের সম্পর্কে জানেন। (সূরা আলে ইমরান- ১১৫)

কারা কৃতজ্ঞ আল্লাহ তা জানেন :

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ

আল্লাহ কি কৃতজ্ঞ লোকদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত নন? (সূরা আন'আম- ৫৩)

কে কোন পথে ঘুরছে আল্লাহ জানেন :

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰىكُمْ

আল্লাহ তোমাদের তৎপরতার খবরও রাখেন এবং তোমাদের (শেষ) ঠিকানা সম্পর্কেও (অবগত আছেন)। (সূরা মুহাম্মাদ- ১৯)

আল্লাহ গাফিল নন :

وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ

তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ অমনোযোগী নন। (সূরা বাক্বারা- ৭৪)

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ؕ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ

তুমি কখনো মনে করো না যে, যালিমরা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ গাফিল, তবে তিনি তাদেরকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দেন যেদিন তাদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে। (সূরা ইবরাহীম- ৪২)

وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِيْنَ

আর আমি সৃষ্টি বিষয়ে গাফিল নই। (সূরা মু'মিনূন- ১৭)

আল্লাহ মানুষকে দেখছেন :

اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى

সে কি জানে না যে, আল্লাহ তাকে দেখছেন? (সূরা আলাক্ব- ১৪)

আল্লাহ জানার দিক থেকে মানুষের অতি নিকটে :

وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ

আমি (জ্ঞানের দিক দিয়ে)তার ঘাড়ের শাহরগ অপেক্ষাও নিকটতর । (সূরা ক্বাফ- ১৬)

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি (জানার দিক দিয়ে) তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন। (সূরা হাদীদ- ৪)

মানুষের মৃত্যুও আল্লাহ পর্যবেক্ষণ করেন :

فَلَوْلَاۤ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ

প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয় এবং তখন তোমরা তাকিয়ে দেখ। আর আমি তোমাদের অপেক্ষা (জানার দিক দিয়ে) তার নিকটতর; কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না। (সূরা ওয়াক্বিয়া, ৮৩-৮৫)

কার আবাস কোথায় হবে আল্লাহ জানেন :

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ

ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই। তিনি তাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থান সম্বন্ধে অবহিত; সুস্পষ্ট কিতাবে সবকিছুই আছে। (সূরা হুদ- ৬)

আল্লাহ ছাড়া কেউই গায়েব (অদৃশ্য বিষয়) জানেন না :

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ؕ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ

বলো, আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউ অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না এবং তারা জানে না যে, তারা কখন উত্থিত হবে? (সূরা নামল- ৬৫)

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ اِلَّا هُوَ

অদৃশ্যের চাবিকাঠি তাঁরই নিকট রয়েছে, তিনি ব্যতীত তা অন্য কেউ জানে না। (সূরা আন'আম- ৫৯)

গায়েবের জ্ঞান কেবল আল্লাহরই রয়েছে :

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহরই এবং তাঁরই নিকট সমস্ত কিছুর প্রত্যাবর্তন হবে। সুতরাং তুমি তাঁর ইবাদাত করো এবং তাঁর উপর নির্ভর করো। তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নন। (সূরা হুদ- ১২৩)

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ

যা অদৃশ্য ও যা দৃশ্যমান তিনি তা অবগত; তিনি মহান ও সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। (সূরা রা'দ- ৯)

اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

নিশ্চয় আল্লাহ আসমান ও জমিনের গায়েবী বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। আর তোমরা যা কিছু করছ তিনি তা দেখছেন। (সূরা হুজুরাত- ১৮)

اِنَّ اللّٰهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

নিশ্চয় আল্লাহ আসমান ও জমিনের যাবতীয় গুপ্ত বিষয় সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। নিশ্চয় তিনি অন্তরের বিষয় সম্বন্ধেও অবগত আছেন। (সূরা ফাতির- ৩৮)

ذٰلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ

তিনি অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য সকল বিষয় সম্পর্কে পরিজ্ঞাত, প্রতাপশালী ও পরম দয়ালু। (সূরা সাজদা- ৬)

ব্যাখ্যা : غَائِبٌ (গায়েব) শব্দের অর্থ লুকানো, অদৃশ্য বা আবৃত। পারিভাষিক অর্থে গায়েব হচ্ছে এমন জিনিস যা অজানা এবং যাকে উপায়-উপকরণ দ্বারা আয়ত্ত করা যায় না। এ ব্যাপারেও মহান আল্লাহ একক সত্তা। পৃথিবী ও আকাশে ফেরেশতা, জিন, নবী, আউলিয়া অথবা মানুষ যে কোন সৃষ্টিই হোক না কেন সকলের জ্ঞানই সীমাবদ্ধ। কিছু না কিছু বিষয় সবার কাছ থেকে গোপন রয়েছে। সবকিছুর জ্ঞান যদি কারো থাকে তাহলে তিনি হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ। এ বিশ্বের কোন জিনিস এবং কোন কথা তাঁর কাছে গোপন নেই। তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সবকিছু সম্পর্কে অবগত আছেন। মানুষের মন এ সত্যটি সুস্পষ্টভাবে জানে যে, ভাগ্যের ভাঙ্গা-গড়া, ফরিয়াদ শোনা, প্রয়োজন পূর্ণ করা এবং প্রত্যেক সাহায্যপ্রার্থীকে সাহায্য করা কেবলমাত্র এমন এক সত্তার কাজ হতে পারে, যিনি সবকিছু জানেন এবং যার কাছে কোনকিছুই গোপন নেই। এখন যদি এটি সত্য হয়ে থাকে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ স্রষ্টা, ফরিয়াদ শ্রবণকারী ও রিযিকদাতা নেই, তাহলে সাথে সাথে এটিও সত্য যে, আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোন সত্তা অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারীও নয়। এটি ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান যতটুকু চান জ্ঞান দান করেন। কিন্তু অদৃশ্য জ্ঞান সামগ্রিকভাবে কেউ লাভ করতে পারে না। সুতরাং 'আলিমুল গায়েব' বা অদৃশ্য জ্ঞানী উপাধি একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য নির্দিষ্ট। কোন সৃষ্টি অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে এ ধারণা কুরআন সর্বতোভাবে নাকচ করে দেয়। এমনকি বিশেষভাবে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এবং স্বয়ং মুহাম্মাদ ﷺ এর ব্যাপারেও এ বিষয়টি পরিষ্কার যে, তিনি অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী নন। তাঁকে অদৃশ্যের কেবলমাত্র ততটুকু জ্ঞান আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে যতটুকু রিসালাতের দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী মনে করা এবং যা কিছু আছে ও যা কিছু হবে এর জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আছে– একথা বিশ্বাস করা শিরক। আয়েশা (রাঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি দাবী করে যে, নবী ﷺ আগামী

কাল কী হবে তা জানেন, সে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে। কারণ আল্লাহ বলেন, হে নবী! তুমি বলে দাও আল্লাহ ছাড়া আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্যে আর কেউ অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে না।" (বুখারী, হা/৪৮৫৫)

গায়েবের কিছু বিষয় রাসূলদের কাছে প্রকাশ করেন :

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا ۙ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا

তিনি অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারো নিকট প্রকাশ করেন না। তবে তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত। নিশ্চয় তিনি তার সামনে এবং পেছনে প্রহরী নিয়োজিত করে রেখেছেন। (সূরা জিন-২৬, ২৭)

আকাশ ও পৃথিবীর কোনকিছুই তাঁর কাছে গোপন নয় :

وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ

আকাশমণ্ডলী ও জমিনের কোনকিছুই আল্লাহর নিকট গোপন থাকে না। (সূরা ইবরাহীম- ৩৮)

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ

নিশ্চয় আল্লাহর কাছে আকাশ ও পৃথিবীর কিছুই গোপন থাকে না। (সূরা আলে ইমরান- ৫)

সরিষা পরিমাণ কোন জিনিসও আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে নয় :

وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ وَلَآ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرَ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ

আকাশমণ্ডলী ও জমিনের অণু পরিমাণ কোন কিছু তোমার প্রতিপালকের অগোচর নয় এবং সেটা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অথবা বৃহত্তর কিছুই নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই। (সূরা ইউনুস- ৬১)

لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ وَلَآ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرُ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ

আকাশে ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ জিনিসও তাঁর অজানা নয়, কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র বা বৃহৎ (তাঁর অজানা নয়) কিন্তু এ সবই সুস্পষ্ট গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। (সূরা সাবা- ৩)

এতো কিছু জানা আল্লাহর পক্ষে কঠিন নয় :

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِنَّ ذٰلِكَ فِىْ كِتٰبٍ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ

তুমি কি জান না যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ তা জানেন। এ সবই আছে এক কিতাবে; নিশ্চয় এটা আল্লাহর নিকট সহজ। (সূরা হাজ্জ- ৭০)

অধ্যায়- ৭ : আল্লাহ ন্যায় বিচারক ও ইনসাফকারী

আল্লাহ উত্তম বিচারক :

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ

আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক নন? (সূরা তীন- ৮)

وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ

তোমার প্রতি যে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে তুমি তার অনুসরণ করো এবং ধৈর্যধারণ করো, যে পর্যন্ত না আল্লাহ ফায়সালা করেন; আর তিনিই সর্বোত্তম ফায়সালাকারী। (সূরা ইউনুস- ১০৯)

فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ

অতএব ধৈর্যধারণ করো, যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেন; আর তিনিই উত্তম ফায়সালাকারী। (সূরা আ'রাফ- ৮৭)

আল্লাহই সঠিক বিচারক :

وَاللّٰهُ يَقْضِىْ بِالْحَقِّ ۭ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَقْضُوْنَ بِشَيْءٍ ۭ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

আল্লাহ ইনসাফের সাথে ফায়সালা করেন; আর তাঁর পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে তারা বিচার করতে অক্ষম। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। (সূরা মু'মিন- ২০)

আল্লাহ কারো হক নষ্ট করেন না :

إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ

নিশ্চয় আমি সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান নষ্ট করি না। (সূরা আ'রাফ- ১৭০)

আল্লাহ পাপের চেয়ে বেশি শাস্তি দেন না :

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا

যারা মন্দ কাজ করে তাদের প্রতিফল অনুরূপ মন্দই হবে। (সূরা ইউনুস- ২৭)

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

আর যে ব্যক্তি মন্দকর্ম নিয়ে উপস্থিত হবে, তার জন্য কেবল মন্দকর্মের অনুরূপই প্রতিদান দেয়া হবে। (সূরা ক্বাসাস- ৮৪)

আল্লাহ সৎকর্মী ও পাপীকে সমান করেন না :

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

পাপীরা কি মনে করে যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে তাদেরকে তাদের মতোই গণ্য করব, যারা ঈমান আনয়ন করে ও সৎকাজ করে? তাদের সিদ্ধান্ত কতই না মন্দ! (সূরা জাসিয়া- ২১)

ব্যাখ্যা : নৈতিক চরিত্রের ভালো-মন্দ এবং কর্মের মধ্যে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যের অনিবার্য দাবী হলো ভালো এবং মন্দ লোকের পরিণাম এক হবে না বরং এ ক্ষেত্রে সৎলোক তার সৎকাজের ভালো প্রতিদান লাভ করবে এবং অসৎলোক তার অসৎকাজের মন্দ ফল লাভ করবে। যদি তা না হয় এবং ভালো ও মন্দের ফলাফল যদি একই রকম হয়, সে ক্ষেত্রে ভালো ও মন্দের পার্থক্যই অর্থহীন হয়ে পড়ে এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে বেইনসাফীর অভিযোগ আরোপিত হয়।

আল্লাহ কারো প্রতি যুলুম করেন না :

وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ

আর আল্লাহ বান্দাদের প্রতি কোন যুলুম করতে চান না। (সূরা মু'মিন- ৩১)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি কোন যুলুম করেন না, বরং মানুষ নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করে থাকে। (সূরা ইউনুস- ৪৪)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ

যে ব্যক্তি সৎকাজ করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই করে; আর কেউ যদি মন্দ কাজ করে তবে তার প্রতিফল সে-ই ভোগ করবে। তোমার প্রতিপালক তাঁর বান্দাদের প্রতি কোন যুলুম করেন না। (সূরা হামীম সাজদা- ৪৬)

আল্লাহ একটুও অবিচার করেন না :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

নিশ্চয় আল্লাহ বিন্দু পরিমাণও যুলুম করেন না; যদি সৎকর্মের পরিমাণ একটি হয় তবে তা দ্বিগুণ করে দেন এবং তার নিজের পক্ষ থেকে বড় কিছু পুরস্কার যোগ করে দেন। (সূরা নিসা- ৪০)

আল্লাহ ওয়াদা ভঙ্গ করেন না :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ

নিশ্চয় আল্লাহ অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না। (সূরা আলে ইমরান- ৯)

لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

আল্লাহ তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করেন না; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। (সূরা রূম- ৬)

لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ

আল্লাহ কখনো ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। (সূরা যুমার- ২০)

আল্লাহর ওয়াদা সত্য :

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

সুতরাং তুমি ধৈর্যধারণ করো; নিশ্চয় আল্লাহর অঙ্গীকার সত্য। (সূরা মু'মিন- ৭৭)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۪ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ

হে মানুষ! নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন কিছুতেই তোমাদেরকে প্রতারিত না করে এবং প্রতারক (শয়তানও) যেন কিছুতেই তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারিত না করে। (সূরা ফাতির- ৫)

আল্লাহর কথা সত্য :

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا

কথার দিক দিয়ে আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী কে আছে? (সূরা নিসা- ৮৭)

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا

কথায় আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী কে? (সূরা নিসা- ১২২)

অধ্যায়- ৮ : আল্লাহ অসীম দয়ালু ও অনুগ্রহশীল

আল্লাহ দানশীল :

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

হে আমাদের রব! হেদায়াত দানের পর আমাদের অন্তরকে বক্র করে দেবেন না। আর আপনার পক্ষ থেকে আমাদেরকে রহমত দান করুন; নিশ্চয় আপনি মহান দাতা। (সূরা আলে ইমরান- ৮)

তিনি অসীম অনুগ্রহের মালিক :

وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল। (সূরা আলে ইমরান- ৭৪)

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ

আর তোমার প্রতিপালক পরম ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (সূরা কাহফ- ৫৮)

ব্যাখ্যা : আল্লাহর রহমতের শেষ নেই। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ এর নিকট থেকে শুনেছি যে, আল্লাহ যেদিন রহমত সৃষ্টি করেছেন সেদিন রহমতকে একশত ভাগে ভাগ করে একভাগ সমস্ত সৃষ্টিকে দিয়েছেন, আর বাকী নিরানব্বই ভাগ নিজের কাছে রেখেছেন। যদি কোন কাফির আল্লাহর নিকট যে রহমত আছে, তার পরিমাণ সম্পর্কে জানত, তাহলে সে জান্নাতের ব্যাপারে নিরাশ হতো না। (অপরপক্ষে) কোন মুমিন যদি আল্লাহর কাছে যে শাস্তি রয়েছে তার পরিমাণ সম্পর্কে জানত, তবে (জাহান্নামের) আগুন থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করত না। (বুখারী, হা/৬৪৬৯)

সকল অনুগ্রহ আল্লাহর হাতে :

قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ ۚ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

বলো, সকল অনুগ্রহ আল্লাহর হাতে; তিনি যাকে চান তাকে অনুগ্রহ করেন। আর আল্লাহ প্রশস্ত ও মহাজ্ঞানী। (সূরা আলে ইমরান- ৭৩)

মুমিনদের ব্যাপারে আল্লাহ খুবই অনুগ্রহশীলঃ

وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসীদের প্রতি অনুগ্রহশীল। (সূরা আলে ইমরান- ১৫২)

আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক :

وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ

আর আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক। (সূরা আলে ইমরান- ৬৮)

আল্লাহ মুত্তাক্বীদের অভিভাবক :

وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ

আর আল্লাহ মুত্তাক্বীদের অভিভাবক । (সূরা জাসিয়া- ১৯)

আল্লাহর রহমত সবকিছুর উপর বিস্তৃত :

وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ

আমার অনুগ্রহ প্রত্যেক বস্তুর উপর বিস্তৃত। সুতরাং আমি সেটা তাদের জন্য নির্ধারণ করব যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় এবং আমার নিদর্শনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। (সূরা আ'রাফ- ১৫৬)

আল্লাহ অনুগ্রহ করাকে নিজ কর্তব্য করে নিয়েছেন :

قُلْ لِّمَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ قُلْ لِّلّٰهِ ۭ كَتَبَ عَلٰي نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ

বলো, আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে তা কার? বলো, 'আল্লাহরই'। (জেনে রেখো) দয়া করা তিনি তাঁর কর্তব্য হিসেবে স্থির করে নিয়েছেন। (সূরা আন'আম- ১২)

তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে নিজ অনুগ্রহে আপন করে নেন :

يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

তিনি যাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহে বিশেষিত করেন; আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল। (সূরা আলে ইমরান- ৭৪)

আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী থাকে :

اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

নিশ্চয় আল্লাহর অনুগ্রহ সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী। (সূরা আ'রাফ- ৫৬)

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যখন সকল মাখলুককে সৃষ্টি করেন, তখন তাঁর কাছে আরশে রক্ষিত কিতাবে লিখলেন– "আমার রহমত আমার গযবের উপর সর্বদা বিজয়ী।" (বুখারী, হা/৭৪০৪)

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি মেহেরবান :

وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ

আর আল্লাহ বান্দাদের প্রতি খুবই স্নেহপরায়ণ। (সূরা বাক্বারা- ২০৭)

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। (সূরা নিসা- ২৯)

আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করেন :

هُوَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰۗىِٕكَتُهٗ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۭ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا

তিনিই তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁর ফেরেশতারাও তোমাদের জন্য রহমত প্রার্থনা করে। যেন আল্লাহ তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে বের করে আনেন। আর তিনি মুমিনদের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল। (সূরা আহযাব- ৪৩)

আল্লাহ পৃথিবীকে মানুষের জন্য বসবাসের উপযোগী করে দিয়েছেন :

اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَاۗءَ بِنَاۗءً وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۭ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ

আল্লাহই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বসবাসের উপযোগী, আকাশকে করেছেন ছাদ, তোমাদের আকৃতিকে করেছেন উৎকৃষ্ট এবং তোমাদেরকে দান করেছেন পবিত্র রিযিক। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক। জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ কতই না মহান! (সূরা মু'মিন- ৬৪)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করার পূর্বেই একটি সুরক্ষিত ও নিরাপদ আবাসস্থল প্রস্তুত করেছেন। তারপর তাদেরকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, একটি সর্বোত্তম দেহ কাঠামো, উপযুক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং উন্নত দেহ ও চিন্তাশক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এ সরল সোজা দেহ কাঠামো, হাত, পা, চোখ, নাক, কান, বাকশক্তিসম্পন্ন এ জিহ্বা এবং সর্বোত্তম যোগ্যতার ভাণ্ডার এ মস্তিষ্ক কেউ নিজে তৈরি করনি, কারো বাবা-মাও তৈরি করেনি, কোন দেবতার মধ্যেও তা তৈরি করার ক্ষমতা ছিল না। এসব যোগ্যতা ও ক্ষমতার সৃষ্টিকারী ছিলেন সে মহাজ্ঞানী, দয়ালু ও সর্বশক্তিমান সত্তা, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করার সময় পৃথিবীতে কাজ করার জন্য তাকে এ নজীরবিহীন দেহ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর জন্মলাভ করার সাথে সাথে তাঁর দয়ায় তোমরা প্রচুর পবিত্র খাদ্য পেয়েছ এবং পানাহারের এমনসব পবিত্র উপকরণ লাভ করেছ যা তিক্ত, নোংরা বা বিস্বাদ নয় বরং সুস্বাদু, আবার পঁচা-গলা ও দুর্গন্ধময়ও নয় বরং সুবাসিত। পানি, খাদ্য, শস্য, তরকারী, ফলমূল, দুধ, মধু, গোশত, লবণ, মরিচ ও মসলা মানুষের পুষ্টি সাধন এবং জীবনের পরিপূর্ণ

আস্বাদন লাভের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। ভূমি থেকে এ অগণিত খাদ্যভাণ্ডার উৎপাদনের এ ব্যবস্থা কে করেছে যে, তার যোগান বন্ধ হয় না? চিন্তা করে দেখো, রিযিকের এ ব্যবস্থা না করেই যদি তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হতো তাহলে তোমাদের জীবনের পরিস্থিতি কী দাঁড়াত? সুতরাং এটা কি এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ নয় যে, তোমাদের স্রষ্টা শুধু স্রষ্টাই নন, বরং মহাজ্ঞানী স্রষ্টা এবং অত্যন্ত দয়ালু প্রভু।

আল্লাহ বিশ্রামের জন্য রাতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন :

اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ

আল্লাহই তোমাদের বিশ্রামের জন্য সৃষ্টি করেছেন রাত্রি এবং আলোকিত করেছেন দিবসকে। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। (সূরা মু'মিন- ৬১)

আল্লাহ বৃষ্টি দিয়ে বান্দার প্রতি রহমত বর্ষণ করেন :

وَهُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهٗ ؕ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ

তারা যখন নিরাশ হয়ে পড়ে তখনই তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তাঁর করুণা বিস্তার করেন। আর তিনিই তো সর্বপ্রশংসিত অভিভাবক। (সূরা শূরা- ২৮)

আল্লাহ আসমানকে স্থির রেখেছেন :

وَيُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

আর তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন যাতে সেটা তাঁর অনুমতি ব্যতীত পৃথিবীর উপর পতিত না হয়। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু। (সূরা হাজ্জ- ৬৫)

আল্লাহ তাঁর বিধানকে সহজ করেছেন :

مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

আল্লাহ তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না; বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করতে চান; যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। (সূরা মায়েদা- ৬)

আল্লাহ মানুষকে ক্ষমা করতে চান :

يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

আল্লাহ ইচ্ছা করেন তোমাদের নিকট বিশদভাবে বর্ণনা করতে, তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি তোমাদেরকে অবহিত করতে এবং তোমাদের ক্ষমা করতে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। (সূরা নিসা- ২৬)

আল্লাহ উত্তম উপদেশ প্রদানকারী :

اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًۢا بَصِيْرًا

আল্লাহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তা কতই না উৎকৃষ্ট! নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। (সূরা নিসা- ৫৮)

আল্লাহ বান্দাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে ডাকেন :

هُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖۤ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

তিনিই তাঁর বান্দাদের প্রতি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেন, যাতে করে তিনি তোমাদেরকে সকল প্রকার অন্ধকার হতে আলোর দিকে বের করে নিয়ে আসতে পারেন; নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি করুণাময় ও পরম দয়ালু। (সূরা হাদীদ- ৯)

আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে জান্নাতের দিকে আহ্বান করেন :

وَاللّٰهُ يَدْعُوْۤا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ ؕ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

আল্লাহ শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান করেন এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন। (সূরা ইউনুস- ২৫)

আল্লাহ মুমিনের আমল নষ্ট করেন না :

اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ

নিশ্চয় যে ব্যক্তি মুত্তাক্বী এবং ধৈর্যশীল, আর আল্লাহ সেরূপ সৎকর্মশীলদের শ্রমফল নষ্ট করেন না। (সূরা ইউসুফ- ৯০)

وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ

নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না। (সূরা আলে ইমরান- ১৭১)

আল্লাহ আমলের চেয়েও বেশি সওয়াব দেন :

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

কেউ কোন সৎকাজ করলে সে তার দশ গুণ পাবে এবং কেউ কোন অসৎকাজ করলে তাকে শুধু তারই প্রতিফল দেয়া হবে; আর তাদের প্রতি কোন যুলুম করা হবে না। (সূরা আন'আম- ১৬০)

ব্যাখ্যা : বান্দা আল্লাহ সম্পর্কে যেরকম ধারণা করবে সে রকমই পাবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেরকম ধারণা পোষণ করে, আমি তার জন্য সেরকমই। যখন সে আমাকে স্মরণ করে আমিও তাকে স্মরণ করি। যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে আমিও মনে মনে তাকে স্মরণ করি। যদি সে জামা'আতে (লোকজনের মধ্যে) আমাকে স্মরণ করে, আমিও এমন জামা'আতে তাকে স্মরণ করে থাকি, যা তার জামা'আত থেকে উত্তম। আর যে আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয় আমি তার দিকে এক গজ অগ্রসর হই। আর যে আমার দিকে এক গজ অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দু'গজ অগ্রসর হই। আর যে আমার দিকে হেঁটে হেঁটে অগ্রসর হয় আমি তার দিকে দৌড়ে অগ্রসর হই। (বুখারী, হা/৭৪০৫)

আল্লাহ বান্দাদের পাপ ক্ষমা করেন :

وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ ۚ وَاِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ

মানুষের সীমালঙ্ঘন সত্ত্বেও তোমার প্রতিপালক মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল এবং তোমার প্রতিপালক শাস্তি দানে খুবই কঠোর। (সূরা রা'দ- ৬)

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا

তোমাদেরকে যা নিষেধ করা হয়েছে তার মধ্যে যা গুরুতর তা হতে বিরত থাকলে তোমাদের ছোট গোনাহসমূহ মাফ করব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করব। (সূরা নিসা- ৩১)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ সংকীর্ণমনা নন। ছোটখাটো ভুল-ভ্রান্তি ধরে তিনি তাঁর বান্দাদেরকে শাস্তি দেন না। আমাদের আমলনামায় যদি বড় বড় অপরাধ না থাকে তাহলে ছোটখাটো অপরাধগুলোকে উপেক্ষা করেন। তবে যদি আমরা বড় বড় অপরাধ করে থাকি, তাহলে তিনি আমাদের ছোটখাটো অপরাধগুলোও হিসাবের মধ্যে গণ্য করবেন, সেজন্য পাকড়াও করবেন।

আল্লাহ বান্দাদেরকে অযথা শাস্তি দিতে চান না :

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا

তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর ও ঈমান আনয়ন কর, তবে তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে আল্লাহর কী লাভ? আর আল্লাহ তো পুরস্কারদাতা ও সর্বজ্ঞ। (সূরা নিসা- ১৪৭)

আল্লাহ বান্দাদেরকে সংশোধনের সুযোগ দেন :

قَالَتْ رُسُلُهُمْ اَفِي اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ يَدْعُوْكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى

তাদের রাসূলগণ বলেছিলেন, আল্লাহ সম্বন্ধে কি কোন সন্দেহ আছে, যিনি আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা? তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করেন তোমাদের পাপ মার্জনা করার জন্য এবং নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দেয়ার জন্য। (সূরা ইবরাহীম- ১০)

আল্লাহ বান্দাদের পরকালীন মঙ্গল চান :

تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۭ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা কর এবং আল্লাহ চান আখিরাতের কল্যাণ; আর আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। (সূরা আনফাল- ৬৭)

আল্লাহ তাওবা কবুল করেন :

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

তারা কি জানে না যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং 'সাদাকা' গ্রহণ করেন; নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (সূরা তাওবা- ১০৪)

وَهُوَ الَّذِيْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ

তিনিই তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং পাপসমূহ মোচন করেন; আর তোমরা যা কর তিনি তা জানেন। (সূরা শূরা- ২৫)

ব্যাখ্যা : বড় বড় ও উন্নত পর্যায়ের ঈমানদাররাও ভুল করতে পারে এবং তাদেরও ভুল হয়েছে। যতদিন মানুষ দুনিয়ায় মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকবে, ততদিন তার আমলনামায় শুধুমাত্র উৎকৃষ্ট মানের কার্যাবলি থাকবে এবং দোষ-ত্রুটি ও ভুল-ভ্রান্তি থাকবে না– এমনটি হতে পারে না। কিন্তু মহান আল্লাহর একটি বড় রহমত হচ্ছে, যতদিন মানুষ দাসত্বের অনিবার্য শর্তসমূহ পূর্ণ করবে, ততদিন আল্লাহ তার ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা করতে থাকেন এবং তার কার্যাবলি যে ধরনের প্রতিদান লাভের যোগ্যতাসম্পন্ন হয়, নিজ অনুগ্রহে তার চেয়ে বেশি প্রতিদান দান করেন। অন্যথায় যদি প্রত্যেকটি ভুলের শাস্তি ও প্রত্যেকটি ভালো কাজের পুরস্কার আলাদাভাবে দেয়ার নিয়ম করা হতো, তাহলে অতি বড় কোন সৎলোকও শাস্তি থেকে রেহাই পেত না। ক্ষমার দরজা আল্লাহ সবসময় খোলা রাখেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি নবী (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর এক বান্দা গোনাহ করল। তারপর দু'আ করল, হে রব! আমি গোনাহ করে ফেলেছি। অতঃপর বলল, আমার গোনাহ মাফ করে দাও। তখন তার প্রতিপালক বলেন, আমার বান্দা কী জানে যে তার এমন একজন প্রতিপালক আছেন, যিনি গোনাহ মাফ করে থাকেন আর উক্ত গোনাহের কারণে পাকড়াও করে থাকেন। আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। এরপর যতদিন আল্লাহর ইচ্ছা ততদিন সে এ অবস্থায় থাকল এবং আবার গোনাহ করল, এবার সে বলল, হে প্রতিপালক! আমি গোনাহ করে ফেলেছি, আমার এ গোনাহ তুমি মাফ করে দাও। তখন আল্লাহ বললেন, আমার বান্দা কি জানে যে, তার এমন একজন রব আছেন, যিনি গোনাহ মাফ করেন আবার গোনাহের কারণে পাকড়াও করেন। আমি আমার বান্দাকে মাফ করে দিলাম। এরপর সে আল্লাহর ইচ্ছামত কিছুদিন এ অবস্থায় থাকল এবং পুনরায় গোনাহে লিপ্ত হলো। এবার সে বলল, হে রব! আমি আরেকটি গোনাহ করে ফেলেছি আমার এ গোনাহ মাফ করে দাও। তখন আল্লাহ বললেন, আমার বান্দা কি জানে যে, তার এমন একজন রব আছেন, যিনি গোনাহ মাফ করেন আবার গোনাহের কারণে শাস্তিও দেন? আচ্ছা আমি আমার বান্দাকে মাফ করে দিলাম। তিনবার এমন বললেন। (বুখারী, হা/৭৫০৭)

غَافِرِ الذَّنۢبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ

যিনি পাপ ক্ষমাকারী, তাওবা কবুলকারী, যিনি শাস্তিদানে কঠোর, শক্তিশালী। তিনি ব্যতীত (সত্য) কোন মা'বূদ নেই। তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন। (সূরা মু'মিন- ৩)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ গোনাহ মাফকারী ও তাওবা কবুলকারী। এটা তাঁর আশা ও উৎসাহ দানকারী গুণ। এ গুণটি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যারা এখন পর্যন্ত বিদ্রোহ করে চলেছে, তারা যেন নিরাশ না হয়ে নিজেদের আচরণ পুনর্বিবেচনা করে। এখনো যদি তারা এ আচরণ থেকে বিরত হয়, তাহলেও তারা আল্লাহর রহমত লাভ করতে পারবে। তিনি কঠিন শাস্তিদাতা। এ গুণটি উল্লেখ করে মানুষকে এ মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, ইবাদাত ও দাসত্বের পথ অনুসরণকারীদের জন্য আল্লাহ তা'আলা যতটা দয়াবান, বিদ্রোহ ও অবাধ্য আচরণকারীদের জন্য তিনি ঠিক ততটাই কঠোর। যে সীমা পর্যন্ত তিনি ভুল-ত্রুটি ক্ষমা ও উপেক্ষা করেন, যখন কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠি সে সীমা লঙ্ঘন করে তখন তারা তাঁর শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়। আর তাঁর শাস্তি এমন ভয়াবহ যে, তা সহ্য করার ক্ষমতা কারো নেই। তিনি অত্যন্ত দয়ালু অর্থাৎ দানশীল, অভাবশূন্য এবং উদার। সমস্ত সৃষ্টিকূলের ওপর প্রতিমুহূর্তে তাঁর নিয়ামত ও অনুগ্রহরাজি ব্যাপকভাবে বর্ষিত হচ্ছে। বান্দা যা কিছু লাভ করছে তা তাঁর দয়া ও অনুগ্রহেই লাভ করছে।

আল্লাহ বান্দার দু'আ শুনেন এবং কবুল করেন :

اِنَّ رَبِّىْ لَسَمِيْعُ الدُّعَآءِ

আমার প্রতিপালক অবশ্যই প্রার্থনা শুনে থাকেন। (সূরা ইবরাহীম- ৩৯

আল্লাহ মুমিনদেরকে সাহায্য করেন :

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ

আর মুমিনদের সাহায্য করা তো আমারই কর্তব্য। (সূরা রূম- ৪৭)

اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ

শুনে নাও, নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটবর্তী। (সূরা বাক্বারা- ২১৪)

সাহায্যের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট :

وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا وَّكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا

অভিভাবক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট এবং সাহায্যকারী হিসেবেও আল্লাহ যথেষ্ট। (সূরা নিসা- ৪৫)

তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন :

وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ

আল্লাহ যাকে চান তাকে নিজ সাহায্যের দ্বারা সাহায্য করেন। নিশ্চয় এর মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে শিক্ষা। (সূরা আলে ইমরান- ১৩)

আল্লাহ সৎপথ দেখান :

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ

তাদের হেদায়াতের দায়িত্ব তোমার উপর নয়। বরং আল্লাহ যাকে চান তাকেই হেদায়াত দান করেন। (সূরা বাক্বারা- ২৭২)

وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে সরল পথপ্রদর্শন করেন। (সূরা নূর- ৪৬)

وَاَنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يُّرِيْدُ

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে পথপ্রদর্শন করেন। (সূরা হাজ্জ- ১৬)

وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

যারা ঈমান এনেছে অবশ্যই আল্লাহ তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন। (সূরা হাজ্জ- ৫৪)

আল্লাহকে আঁকড়ে ধরলেই হেদায়াত আসে :

وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

আর যে ব্যক্তি শক্তভাবে আল্লাহকে ধারণ করবে, সে সৎপথে পরিচালিত হবে। (সূরা আলে ইমরান- ১০১)

আল্লাহর হেদায়াতই আসল হেদায়াত :

قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ

বলো, আল্লাহর হেদায়াতই হচ্ছে প্রকৃত হেদায়াত। (সূরা আলে ইমরান- ৭৩)

ব্যাখ্যা : মানুষের এক ধরনের প্রয়োজন হচ্ছে তার একজন প্রতিপালক, আশ্রয়দাতা, প্রার্থনা শ্রবণকারী ও অভাব পূরণকারী হবে। বস্তুত আল্লাহই এসব গুণের অধিকারী। আর এক ধরনের প্রয়োজন হচ্ছে, এমন একজন পথপ্রদর্শক থাকতে হবে, যিনি দুনিয়ায় বসবাস করার সঠিক নীতি নির্ধারণ করে দেবেন এবং যার দেয়া জীবনবিধানের আনুগত্য পরিপূর্ণ আস্থার সাথে করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রেও একমাত্র আল্লাহই সেই পথপ্রদর্শক হতে পারেন। দুনিয়ায় মানুষের প্রয়োজন খাদ্য, পানীয়, পোশাক ও জীবন যাপনের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লাভ করা এবং বিপদাপদ ও ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকা। জীবন যাপনের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে জানাও মানুষের একটি বড় প্রয়োজনীয় বিষয়। সাথে সাথে আরো জানতে হবে যে, নিজের ব্যক্তি সত্তার সাথে, নিজের শক্তি, সামর্থ্য, যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতার সাথে, পৃথিবীতে যে উপায়-উপকরণ আছে তার সাথে, যে অসংখ্য মানুষের সাথে বিভিন্নভাবে তাকে জড়িত হতে হয় তাদের সাথে এবং সামগ্রিকভাবে যে বিশ্ব ব্যবস্থার অধীনে তাকে কাজ করতে হয় তার সাথে কী ব্যবহার করতে হবে। এটা জানা এজন্য প্রয়োজন যে, যেন তার জীবন সামগ্রিকভাবে সফলকাম হয় এবং তার প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম ভুল পথে নিয়োজিত হয়ে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। যে পথনির্দেশনা মানুষকে এ পদ্ধতির দিকে নিয়ে যায় সেটিই 'হকের হেদায়াত' বা সত্যের পথনির্দেশনা। সত্যের পথনির্দেশনা লাভ করতে মানুষ আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের কাছে যায় তারা মানুষের জীবন যাপনের সঠিক মূলনীতি রচনা করার জন্য যেসব তত্ত্ব জানা প্রয়োজন তাদের কেউ সে সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান রাখে না। মানুষের জীবনের সাথে সম্পর্কিত সমস্যাগুলো যে বিস্তীর্ণ পরিসরে ছড়িয়ে আছে তার সবটার উপর একমাত্র আল্লাহর দৃষ্টিই পড়ে থাকে? অন্য কেউ সত্য পথনির্দেশনার উৎস হতে পারে না।

আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবাসেন :

وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ

আর তিনি ক্ষমাশীল ও প্রেমময়। (সূরা বুরুজ- ১৪)

وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ۭ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ

তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করো ও তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করো; নিশ্চয় আমার প্রতিপালক পরম দয়ালু ও প্রেমময়। (সূরা হুদ- ৯০)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ বান্দাকে কতই না ভালোবাসেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফেরেশতাদেরকে বলেন, আমার বান্দা কোন গোনাহের কাজ করার ইচ্ছা করলে তা না করা পর্যন্ত তার জন্য কোন গোনাহ লিখ না। তবে সে যদি উক্ত গোনাহের কাজটি করে ফেলে, তাহলে কাজটির অনুপাতে তার গোনাহ লিখ। আর যদি আমার কারণে তা পরিত্যাগ করে, তাহলে তার জন্য একটি নেকী লিপিবদ্ধ করো। আর সে যদি কোন নেকীর কাজ করতে ইচ্ছা করে কিন্তু

এখনো তা করেনি, তাহলেও তার জন্য একটি নেকী লিপিবদ্ধ করো। আর যদি তা করে তাহলে কাজটির অনুপাতে তার জন্য দশগুণ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত নেকী (সওয়াব) লিপিবদ্ধ করো। (বুখারী, হা/৭৫০১)

অধ্যায়- ৯ : আল্লাহ যাদেরকে ভালোবাসেন

যারা ইহসানকারী :

وَاَحْسِنُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

আর তোমরা ইহসান করো; নিশ্চয় আল্লাহ ইহসানকারীদেরকে ভালোবাসেন। (সূরা বাক্বারা- ১৯৫)

যারা তাওবাকারী :

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ

নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীদেরকে ভালোবাসেন। (সূরা বাক্বারা- ২২২)

যারা ধৈর্যশীল :

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ

আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদেরকে ভালোবাসেন। (সূরা আলে ইমরান- ১৪৬)

যারা আল্লাহর ওপর ভরসাকারী :

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

আল্লাহর প্রতি ভরসা করো; নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর ওপর ভরসাকারীদেরকে ভালোবাসেন। (সূরা আলে ইমরান- ১৫৯)

যারা ন্যায়বিচারক :

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

তুমি তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করো; নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বিচারকদেরকে ভালোবাসেন। (সূরা মায়েদা- ৪২)

যারা মুত্তাক্বী :

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ

নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাক্বীদেরকে পছন্দ করেন। (সূরা তাওবা- ৪)

যারা পবিত্রতা অবলম্বনকারী :

وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

আর তিনি পবিত্রতা অবলম্বনকারীদেরকে ভালোবাসেন। (সূরা বাক্বারা- ২২২)

যারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে :

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ

নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন, যারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে সারিবদ্ধভাবে শীশাঢালা প্রাচীরের মতো। (সূরা সাফ- ৪)

ব্যাখ্যা : নফল ইবাদাত দ্বারা আল্লার নৈকট্য লাভ হয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করবে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব। আমি যা কিছু আমার বান্দার উপর ফরয করে দিয়েছি তা ছাড়া আমার কাছে অধিক পছন্দনীয় কিছু দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করতে পারবে না। আর বান্দা সর্বদা নফল ইবাদাত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করে, অবশেষে আমি (নফল ইবাদাতের কারণে) তাকে ভালোবাসতে থাকি। এমনকি আমি তার কান হয়ে যাই, যা দ্বারা সে শুনতে পায়। আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দ্বারা সে স্পর্শ করে। আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দ্বারা সে দেখতে পায়। আমি তার পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে চলাফেরা করে। আর সে যদি আমার নিকট কোন কিছু প্রার্থনা করে তবে আমি তাকে অবশ্যই তা দান করি। আর সে যদি আমার নিকট কোন কিছু থেকে আশ্রয় চায় তবে আমি তাকে আশ্রয় দান করি। (বুখারী, হা/৬৫০২)